জাতীয় কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ সেবা বুলেটিন

০৮ মার্চ (বুধবার)

[সময়কালঃ ০৮.০৩.২০২৩-১২.০৩.২০২৩]

ডিসক্লেইমার

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পের আওতায় পরীক্ষামুলকভাবে জাতীয় পর্যায়ে এবং ৬৪ টি জেলায় প্রেরণের লক্ষ্যে কৃষি আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ সেবা সম্বলিত বুলেটিন তৈরী করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলো।

দেশের বিভিন্ন এলাকার আবহাওয়া পরিস্থিতি:

গত ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমান (০৮ মার্চ ২০২৩, সকল ০৬ টা পর্যন্ত) এবং ০৭ মার্চ ২০২৩ এ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা, ০৮ মার্চ ২০২৩ এ সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা নিচে দেওয়া হলো:

বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণা-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণা-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা
ঢাকা	ঢাকা	০০	৩৪.৪	২০.৭	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	০০	৩৪.৩	২১.৬
	টাঙ্গাইল	০০	৩৩.৫	১৮.২		সন্দ্বীপ	০০	৩৪.৭	১৯.৪
	ফরিদপুর	০০	৩৪.৭	১৭.৭		সীতাকুন্ড	০০	৩৫.৫	১৭.৩
	মাদারীপুর	০০	৩২.৫	১৭.৭		রাঙ্গামাটি	০০	৩৫.৫	১৬.৭
	গোপালগঞ্জ	০০	৩৪.৫	১৯.৪		কুমিল্লা	০০	৩৩.২	১৭.৮
	নিক্‌লি	০০	৩১.৭	১৬.৬		চাঁদপুর	০০	৩৪.৪	২০.৮
						মাইজদীকোর্ট	০০	৩৩.৬	১৯.৮
রাজশাহী	রাজশাহী	০০	৩৩.৭	১৬.৭		ফেনী	০০	৩৫.২	১৭.৬
	ঈশ্বরদী	০০	৩৩.৮	১৬.০		হাতিয়া	০০	৩৩.৩	২০.০
	বগুড়া	০০	৩২.৬	১৯.০		কক্সবাজার	০০	৩৫.৭	২১.২
	বদলগাছী	০০	৩৩.০	১৭.০		কুতুবদিয়া	০০	৩২.২	XX
	তাড়াশ	০০	৩১.৫	১৮.০		টেকনাফ	০০	৩৪.৭	২০.০
						বান্দরবন	XX	৩৪.৫	২২.৫
রংপুর	রংপুর	০০	৩২.০	১৬.৪					
	দিনাজপুর	০০	৩২.২	১৬.০	খুলনা	খুলনা	০০	৩৪.৫	১৯.০
	সৈয়দপুর	০০	৩৩.৪	১৫.৫		মংলা	০০	৩৫.০	২০.৫
	তেঁতুলিয়া	০০	৩১.০	১৪.০		সাতক্ষীরা	০০	৩৪.০	১৯.৬
	ডিমলা	০০	৩১.৫	১৫.৬		যশোর	০০	৩৫.৪	১৭.৬
	রাজারহাট	০০	৩২.৩	১৪.১		চুয়াডাঙ্গা	০০	৩৪.৫	১৬.৪
						কুমারখালী	০০	৩৪.২	XX
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	০০	৩১.৫	১৮.০					
	নেত্রকোনা	০০	৩২.০	১৬.৫	বরিশাল	বরিশাল	০০	৩৪.৩	১৮.৪
						পটুয়াখালী	০০	৩৪.৫	২১.১
সিলেট	সিলেট	০০	৩৩.৩	১৮.৭		খেপুপাড়া	০০	৩৪.৪	২০.৮
	শ্রীমঙ্গল	০০	৩২.৬	১৪.২		ভোলা	০০	৩৪.২	১৯.০

প্রধান বৈশিষ্ট সমূহ:

- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক উজ্জ্বল সূর্যকিরণ কালের গড় ৮.২৩ ঘন্টা ছিল |
- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক বাষ্পীভবনের গড় ৩.৫৭ মি: মি: ছিল |

সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাস:

পূর্বাভাস: আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে, তবে রংপুর বিভাগের দু'এক জায়গায় বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

তাপমাত্রা: দেশের দক্ষিণাঞ্চলে দিনের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে এবং তা অন্যত্র প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। সারাদেশের রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

সপ্তাহের শেষে (০৭ মার্চ ২০২২ পর্যন্ত) আবহাওয়া প্যারামিটারের স্থানিক বন্টন:

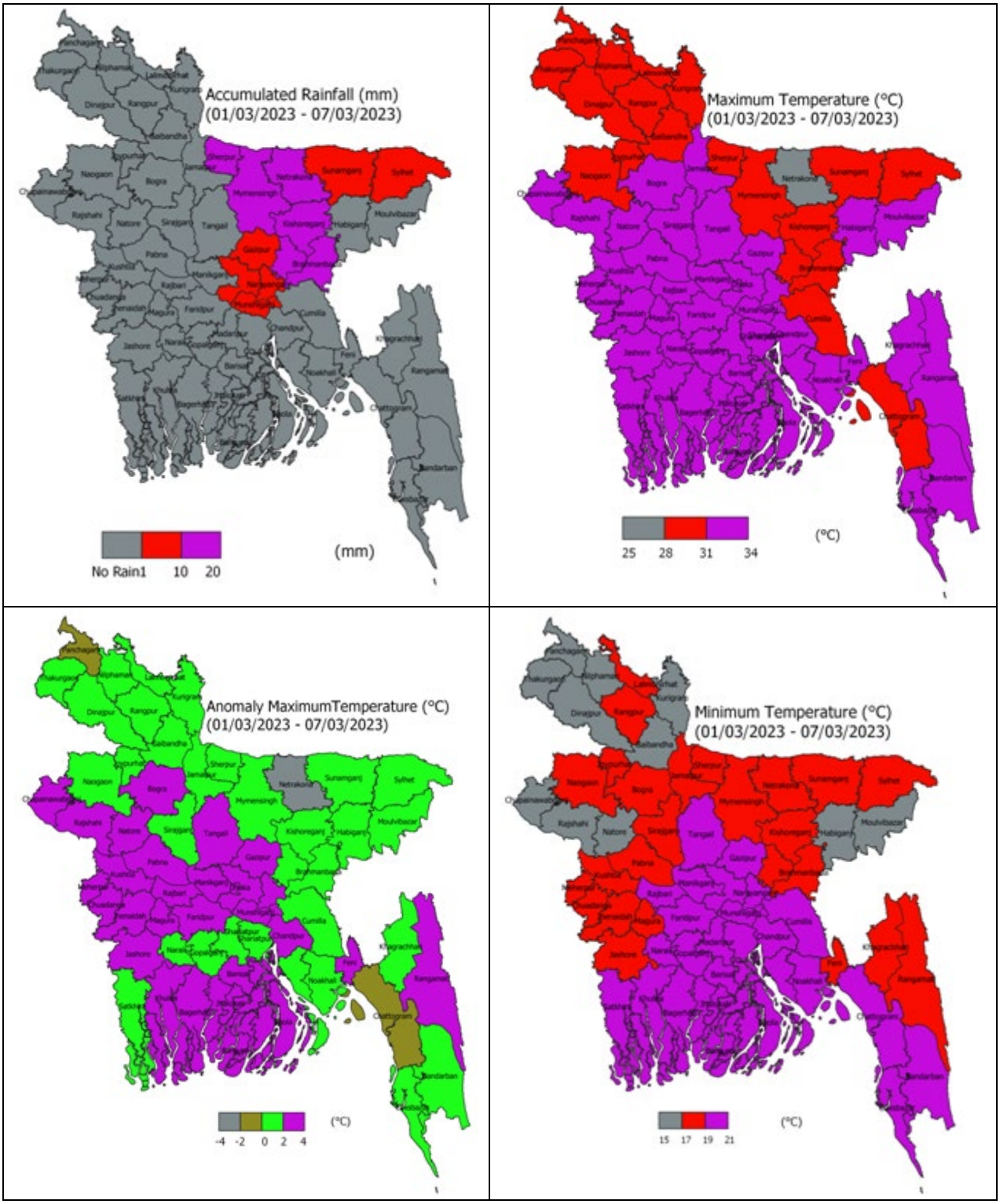

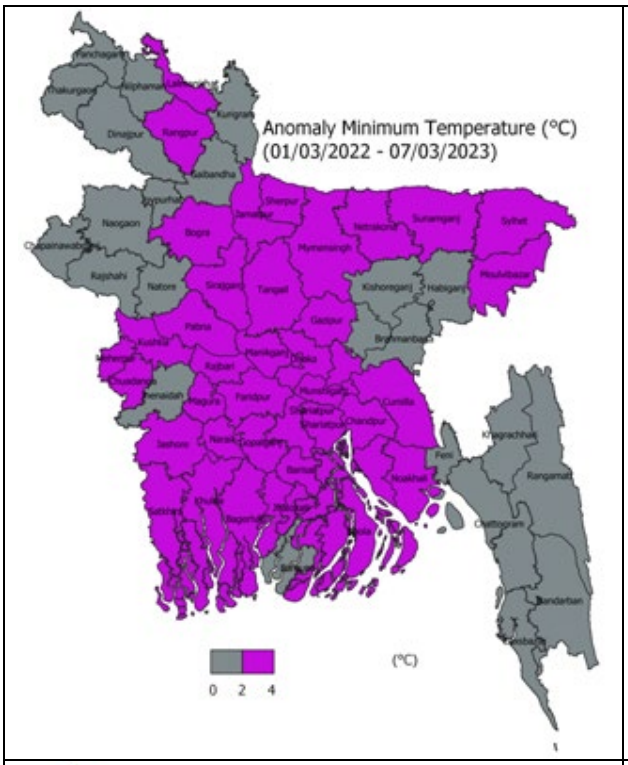
Anomaly Minimum Temperature (°C)
(01/03/2022 - 07/03/2023)
(°C)
0 2 4

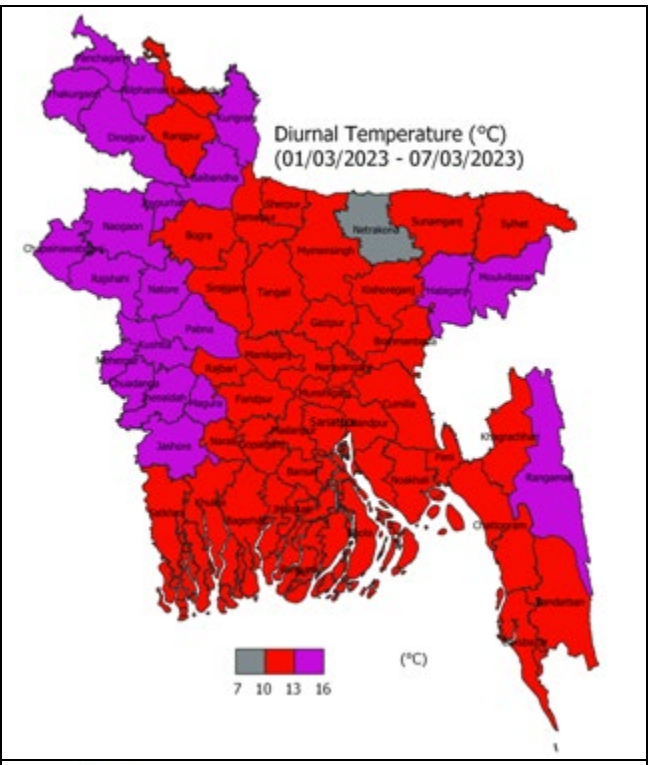
Diurnal Temperature (°C)
(01/03/2023 - 07/03/2023)
(°C)
7 10 13 16

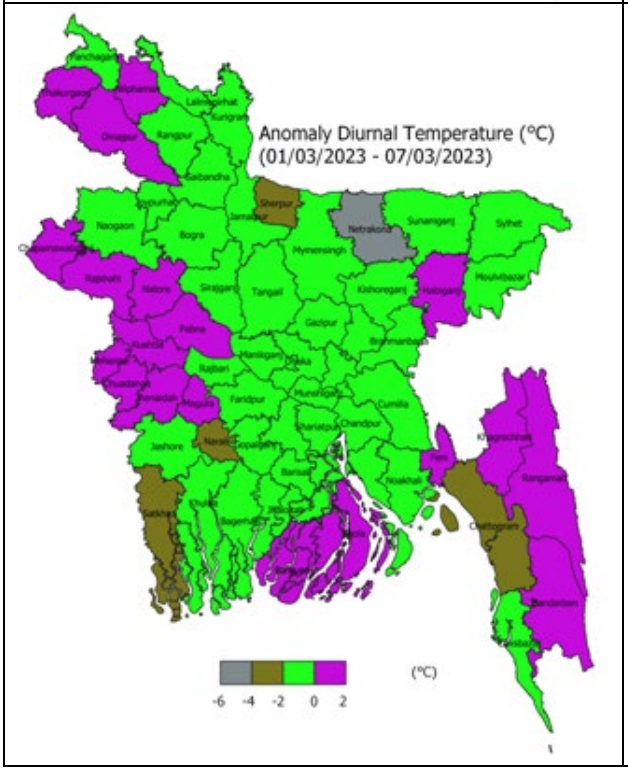
Anomaly Diurnal Temperature (°C)
(01/03/2023 - 07/03/2023)
(°C)
-6 -4 -2 0 2

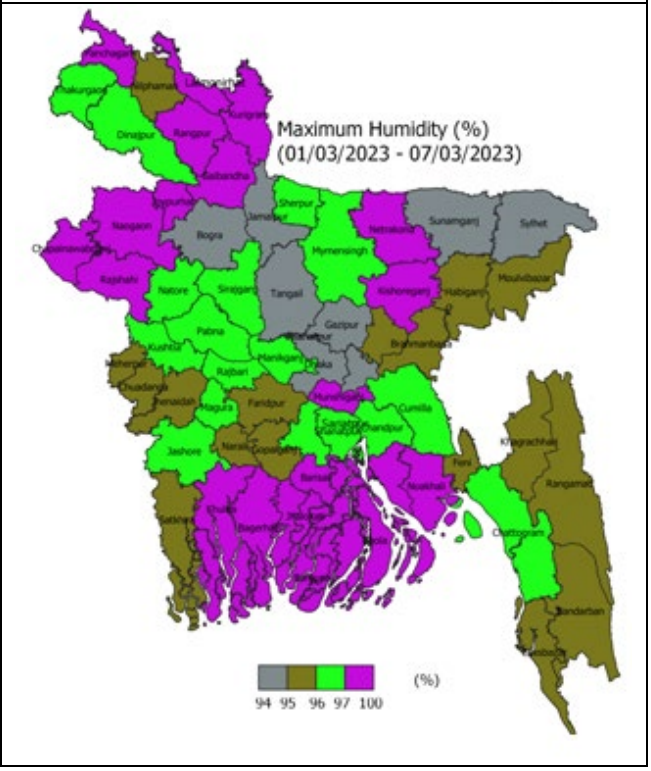
Maximum Humidity (%)
(01/03/2023 - 07/03/2023)
(%)
94 95 96 97 100

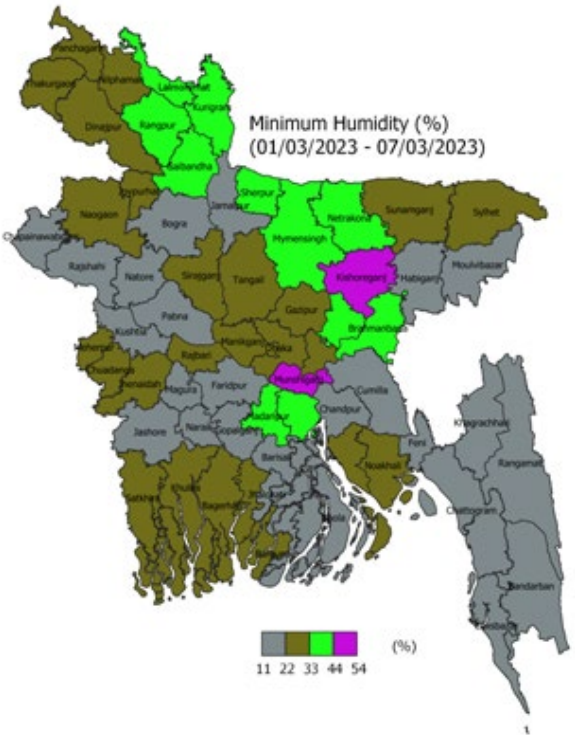
Minimum Humidity (%)
(01/03/2023 - 07/03/2023)
11 22 33 44 54
(%)

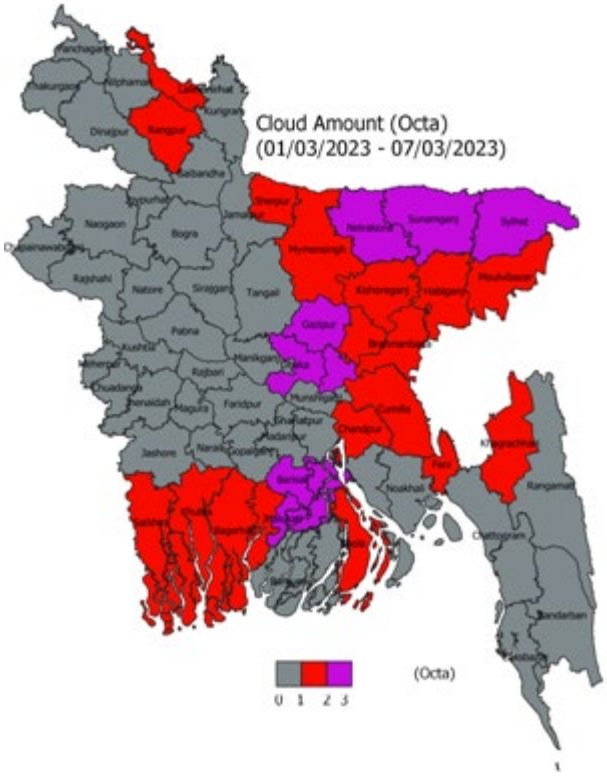
Cloud Amount (Octa)
(01/03/2023 - 07/03/2023)
0 1 2 3
(Octa)

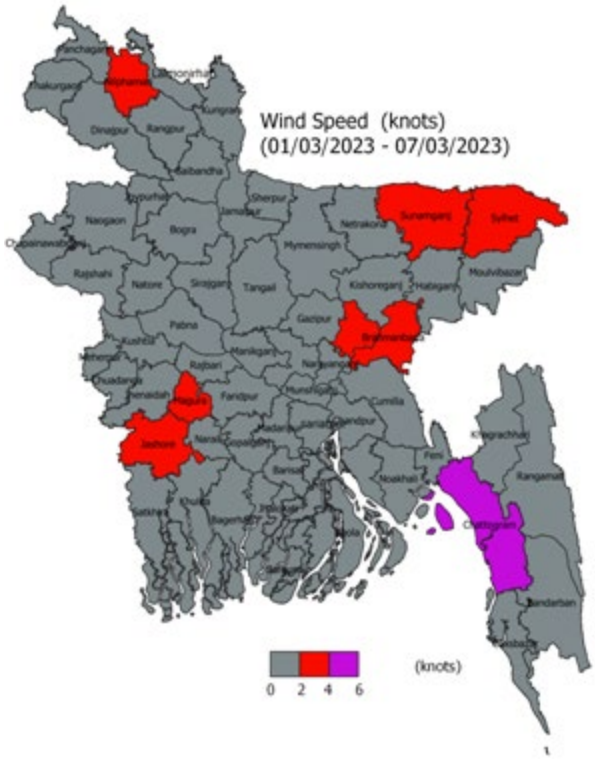
Wind Speed (knots)
(01/03/2023 - 07/03/2023)
0 2 4 6
(knots)

আবহাওয়ার পূর্বাভাস:

আবহাওয়ার পূর্বাভাস ০৯/০৩/২০২৩ হতে ১৫/০৩/২০২৩ তারিখ পর্যন্ত:

- এ সপ্তাহে দৈনিক উজ্জ্বল সূর্যকিরণ কাল ৬.৫০ থেকে ৮.৫০ ঘন্টার মধ্যে থাকতে পারে।
- এ সপ্তাহে বাষ্পীভবনের দৈনিক গড় ৩.০০ থেকে ৫.০০ মি.মি. এর মধ্যে থাকতে পারে।

- এ সময় দেশের আকাশ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলাসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। এ সময়ের শেষেরদিকে দেশের উত্তরপূর্বাঞ্চলে বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে।
- এ সময় সারাদেশের দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে ।

আগামী ০৫ দিনের জেলাওয়ারী পরিমাণগত আবহাওয়া পূর্বাভাস (০৮ মার্চ হতে ১২ মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত)

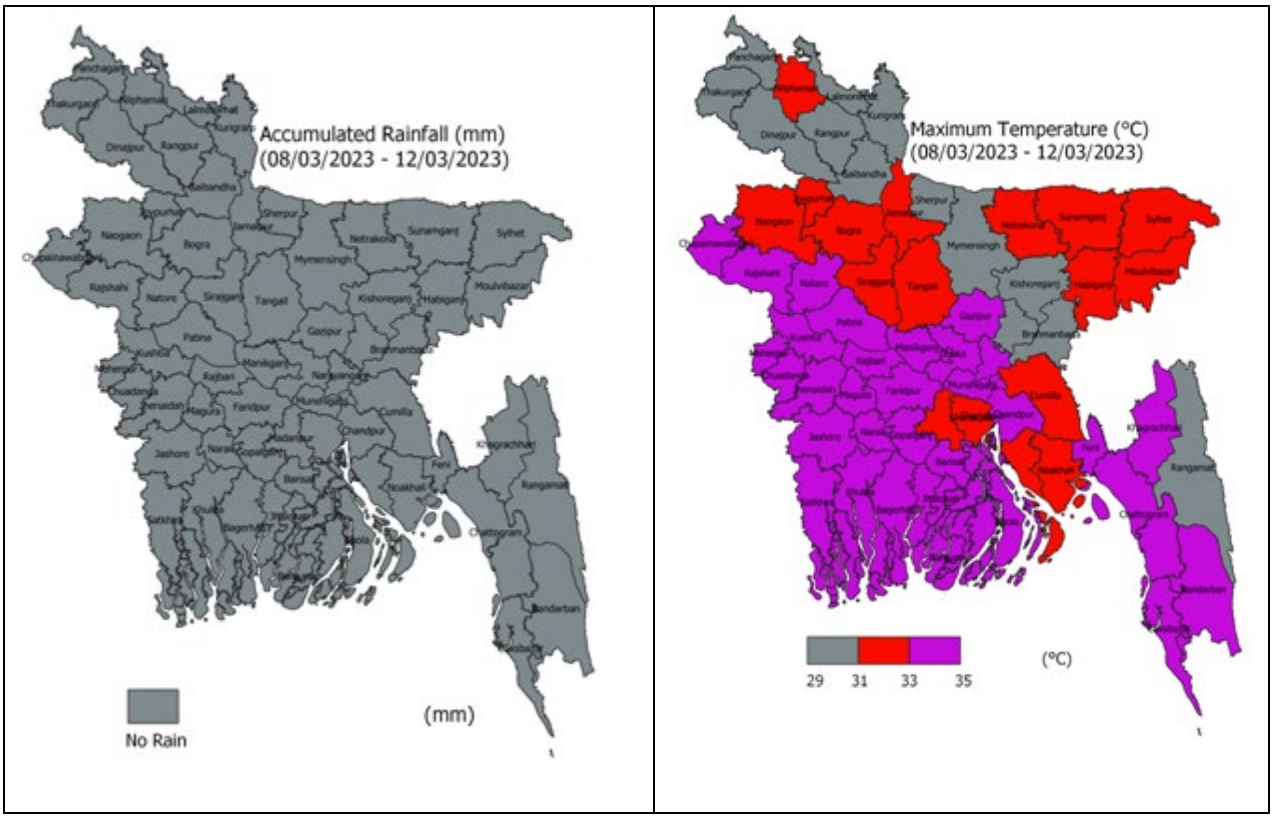

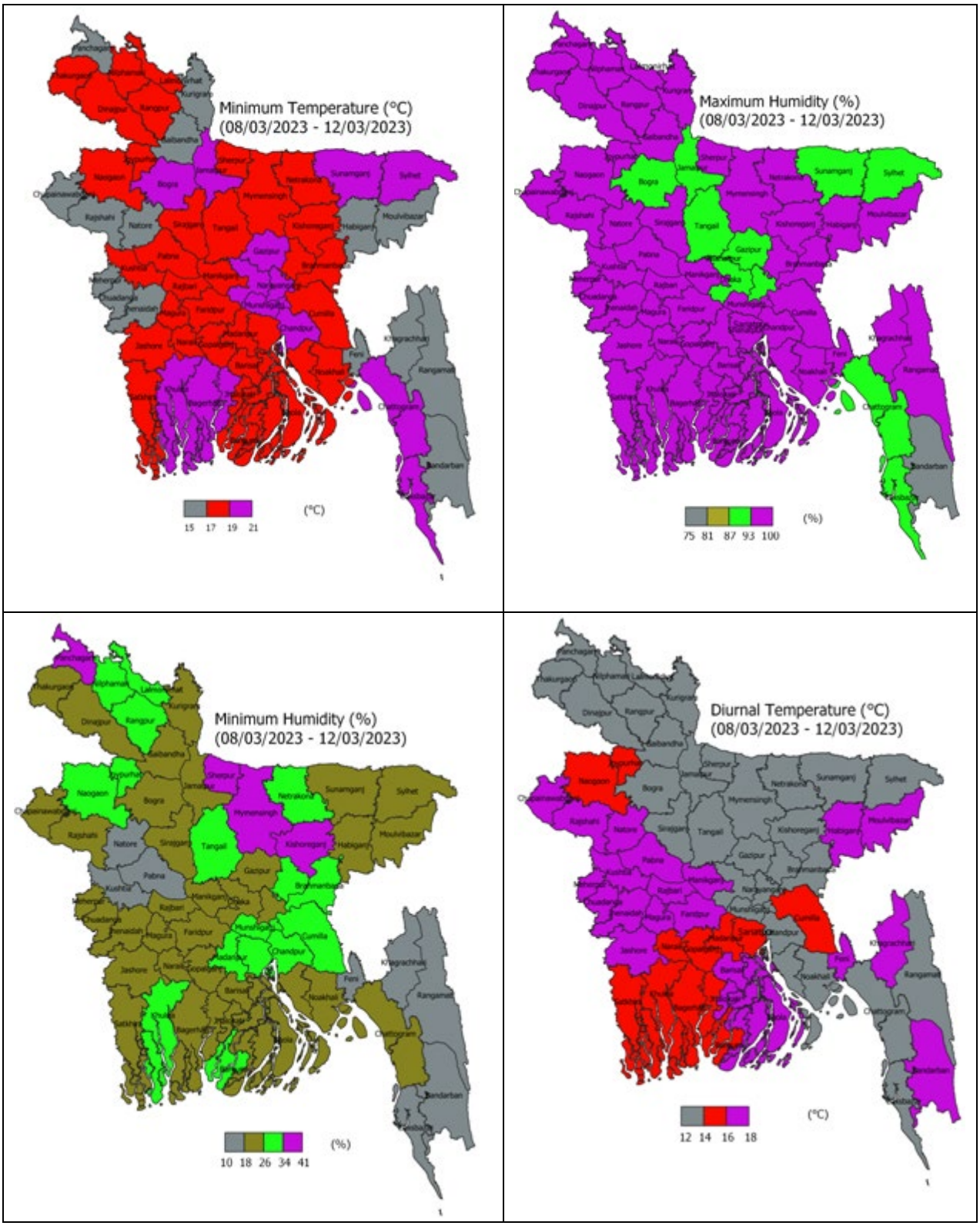
Minimum Temperature (°C)
(08/03/2023 - 12/03/2023)
(°C)
15 17 19 21
Maximum Humidity (%)
(08/03/2023 - 12/03/2023)
(%)
75 81 87 93 100
Minimum Humidity (%)
(08/03/2023 - 12/03/2023)
(%)
10 18 26 34 41
Diurnal Temperature (°C)
(08/03/2023 - 12/03/2023)
(°C)
12 14 16 18

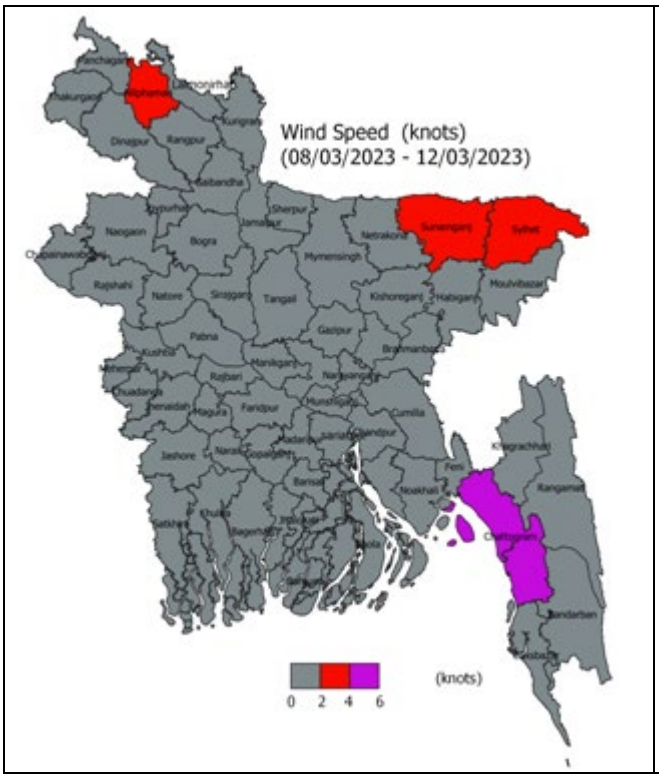

Wind Speed (knots)
(08/03/2023 - 12/03/2023)
0 2 4 6
(knots)

Different Satellite Products over Bangladesh

NOAA/VIIRS BLENDED NDVI composite for the week. No. 9 (26 February-04 March) over Agricultural regions of Bangladesh

NOAA/ AVHRR BLENDED VCI composite for the week No. 9 (26 February-04 March) over Agricultural regions of Bangladesh

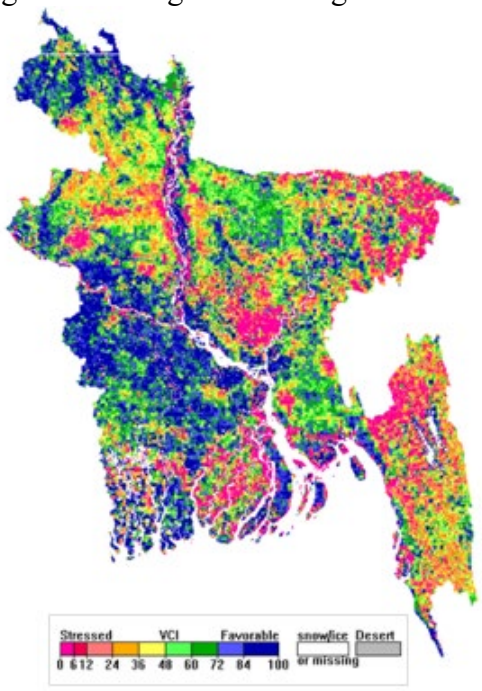

NOAA/ AVHRR BLENDED TCI composite for the week No. 9 (26 February-04 March) over Agricultural regions of Bangladesh

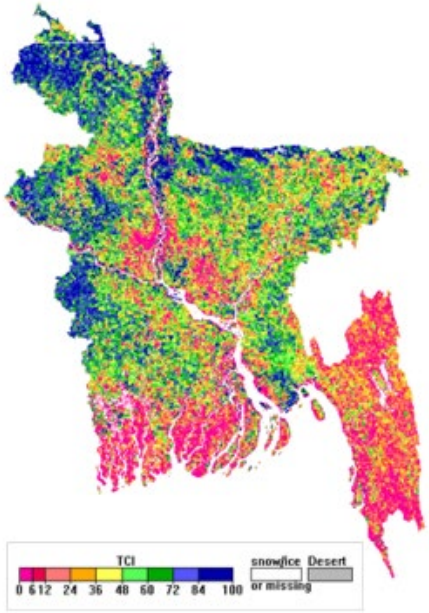

NOAA/ AVHRR BLENDED VHI composite for the week No. 9 (26 February-04 March) over Agricultural regions of Bangladesh

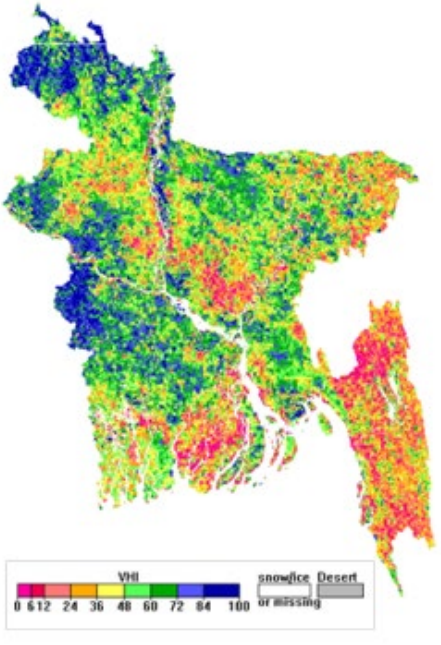

মুখ্য কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ

মধ্য মেয়াদি পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী পাঁচ দিনে দেশের কোন জেলায় বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এই পরিস্থিতিতে নিম্নলিখিত কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ প্রদান করা হলো:

রাজশাহী অঞ্চল (জেলাসমূহ: রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, এবং নওগাঁ)

পাট

- একটি ভালো বীজতলা তৈরী করতে জমিতে ৫-৬ বার লাঙল ও মই দিতে হবে। টারমাইট ও ক্রিকেট আক্রান্ত জমিতে বীজতলা তৈরির সময় মাটিকে ম্যালাথিয়ন ৫% ডাস্ট @ ৩০ কেজি/হেক্টর দিয়ে শোধন করে নিতে হবে।

ধান বোরো

- **পর্যায়:** কুশি গজানো
- জমি ও সেচ নালা আগাছামুক্ত রাখুন। সার প্রয়োগের আগে আগাছা পরিষ্কার করুন এবং সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিন। হাত দ্বারা অথবা আগাছানাশক (যেমন রিফিট ৫০০ ইসি, সুপারহিট ৫০০ ইসি ইত্যাদি ১৩৪ মিলি/বিঘা) ব্যবহার করে আগাছা দমন করা যেতে পারে |
- চারা রোপণের ২০-২৫ দিন পর বিঘাপ্রতি ১৩ কেজি ইউরিয়া উপরিপ্রয়োগ করুন।
- এ সময়ে ক্ষেতে মাজরা পোকা ও পামরি পোকার আক্রমণ হতে পারে। সে জন্য নিবিড় পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন।
- পোকা দেখা গেলে হাতজাল দিয়ে পরিণত/বয়স্ক পোকা সংগ্রহ করে মাটিতে পুতে অথবা আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলতে হবে।
- পরিণত মথকে আকৃষ্ট ও দমন করার জন্য বিঘা প্রতি ২টি করে ফেরোমন ট্র্যাপ স্থাপন করুন।এ ছাড়া পোকা দমনের জন্য হেক্টর প্রতি ১০কেজি কার্বোফুরান ৫জি অথবা ডায়াজিনন ১০জি ১৭ কেজি হারে প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- হালকা কুয়াশা ও তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে ব্লাস্ট এবং বাদামি দাগ রোগের আক্রমণ হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ট্রুপার (Trooper) ৬.০ গ্রাম/লি: অথবা নাটিভো ৬.০ গ্রাম/লি: পানিতে মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পর পর ২বার স্প্রে করুন।
- জমির পানির স্তর ৫-৭ সেমি বজায় রাখুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে নলিমাছি বা গলমাছি এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। কার্বোফুরান হেক্টর প্রতি ১০ কেজি প্রয়োগ করতে হবে।

সবজি

- বর্তমান আবহাওয়ায়, বেগুনে কান্ড ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রতিকারের জন্য একরে ৪০টি ফেরোমন ফাঁদ বসানোর পরামর্শ দেয়া হলো।
- বিদ্যমান আবহাওয়া পরিস্থিতে যে সমস্ত টমেটো ও বেগুন ক্ষেত ফল ধরা পর্যায়ে আছে সে সমস্ত ক্ষেতে ব্লাইট রোগের আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য এন্টিব্যাক ১০ এসপি (স্ট্রেপ্টোমাইসিন সালফেট ৯%+ টেট্রাসাইক্লিন হাইড্রোক্লোরাইড ১%) @০.৫ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।
- যেসব ফসল ফুল ও ফলধরা পর্যায়ে আছে সেসব ফসলে পর্যাপ্ত সেচ নিশ্চিত করুন যাতে ফসলে রসের ঘাটতি না হয়।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- এ সময় নারিকেলে কালো মাথার শুঁয়োপোকার উপদ্রব হতে পারে। কালো মাথার শুঁয়োপোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি অথবা ম্যালাথিয়ন ৫০ ইসি @ ২.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে পাতার উভয় পাশে স্প্রে করুন।

- কলার জমিতে আর্দ্রতা সংরক্ষণের জন্য নারিকেলের ছোবড়ার কম্পোস্ট প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- বিরাজমান আবহাওয়া লেবু জাতীয় ফসলে ক্যাংকার রোগের জন্য অনুকূল। এই রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য, স্ট্রেপ্টোমাইসিন সালফেট ৫০০-১০০০ পিপিএম বা ফাইটোমাইসিন ২৫০০ পিপিএম বা কপার অক্সিক্লোরাইড ০.২% ১৫ দিন অন্তর স্প্রে করা যেতে পারে।
- আমের গুটি ঝরে পড়া রোধে গ্রোথ রেগুলেটর যেমন, প্লানোফিক্স/লিটোস/ক্যালবোর প্রতি লিটার পানিতে ২.০ মিলি হারে মিশিয়ে স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে আমে ফুল আসতে দেরি হলে ফুল আসা তরান্বিত করার জন্য পটাসিয়াম নাইট্রেট ১০ গ্রাম এবং ইউরিয়া ৫ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- ছাগল ও ভেড়াকে পিপিআর রোগের টিকা না দেওয়া থাকলে টিকা প্রদান করুন।
- মশা মাছি কমানোর জন্য ন্যাপথালিন কিংবা তারপিন তেল ব্যবহার করা যায়।
- মশার প্রকোপ থেকে গবাদি পশুকে রক্ষা করুন। মশারি অথবা মাটির পাত্রে সাবধানতার সাথে কয়েল ব্যবহার করুন।
- চর্মরোগ দেখা দিলে দ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা নিন।
- গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- গবাদি পশুকে পর্যাপ্ত পানি পান করান।

হাঁসমুরগী

- হাঁসের জন্য ডাকপ্লেগ রোগের টিকা প্রদানের ব্যবস্থা করুন।
- মুরগীর রানীক্ষেত ও কলেরা রোগের টিকা প্রদান করুন।
- রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত হাঁসমুরগী সরিয়ে ফেলুন।
- পরিষ্কার পানি কিংবা অধিকতর গরমে গ্লুকোজ স্যালাইন ব্যবহার করুন।
- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।

মৎস্য

- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট স্থানে পরিমাণমত ভালো মানের খাবার প্রয়োগ করুন।
- বড় আকারের পোনা মজুদ করলে বেশি ফলন পাওয়া যায়।
- পরিকল্পনা অনুযায়ী সঠিক সংখ্যা ও আকারের মাছের পোনা মজুদ করুন।
- প্রয়োজন হলে প্রতি শতাংশে- ৪০-৫০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- প্রতি শতাংশে- ইউরিয়া ১৫০-২০০ গ্রাম, টিএসপি ৭৫-১০০ গ্রাম প্রয়োগ করুন।
- চুন প্রয়োগের ৩/৪ দিন পর সার প্রয়োগ করুন।
- পুকুরের প্রস্তুতির জন্য শতাংশে ১ কিলোগ্রাম চুন প্রয়োগ করুন।
- পুকুরের গভীরতা ১-১.৫ মিটার বজায় রাখুন।

রংপুর অঞ্চল (জেলাসমূহ: রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, এবং নীলফামারী)

পাট

- বীজ বপন অব্যাহত রাখুন।
- মাটিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে আর্দ্রতা থাকলে বীজ বপন শুরু করুন।

ধান বোরো

- **পর্যায়:** দানা জমাট বাঁধা
- প্রতি ২ সারি পর পর গাছগুলো নাড়াতে হবে যাতে সূর্যের আলো সারির মধ্যে সঠিকভাবে যেতে পারে।
- কীটনাশক স্প্রে করার আগে জমি থেকে পানি বের করে দিন।
- গাছের বৃদ্ধির এই র্পযায়ে ও চলমান আবহাওয়ায় বোরো ধানে গান্ধী পোকা এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। গান্ধী পোকার আক্রমণ থেকে ধানক্ষেত রক্ষার জন্য কারবারিল (৮৫ পাউডার) ২.০গ্রাম/লি: অথবা ক্লোরপাইরিফস (২০ইসি) ২.০মিলি./লি: পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন। অতিরিক্ত সেচ প্রয়োগ থেকে বিরত থাকতে হবে যেন ধানের গাছের গোড়া পচে না যায়।
- বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ দেখা গেলে কীটনাশক আইসোপ্রোকার্ব ২.৫ গ্রাম অথবা ইমিডাক্লোপ্রিড ২.০ মিলি/লি: পানিতে মিশিয়ে মেঘমুক্ত আবহাওয়া এবং বৃষ্টির পূর্বাভাস না থাকলে স্প্রে করুন।
- এ সময়ে ধান ক্ষেতে পাতা মোড়ানো পোকার আক্রমন দেখা দিতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে ম্যালাথিয়ন অথবা ক্লোরপাইরিফস প্রতি লি: পানিতে ২.০ গ্রাম মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- জমির পানির স্তর ২-৫ সেমি বজায় রাখুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।
- আবহাওয্যার বর্তমান পরিস্থিতিতে পাতামোড়ানো পোকা এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। ট্রাইকোগামা বোলতার সাহায্যে এটা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- আবহাওয্যার বর্তমান পরিস্থিতিতে লক্ষীর গু এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। অনুকূল আবহাওয়া তাপমাত্রা ২২-২৭± সে.

সবজি

- বর্তমান আবহাওয়ায়, বেগুনে কান্ড ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রতিকারের জন্য একরে ৪০টি ফেরোমন ফাঁদ বসানোর পরামর্শ দেয়া হলো।
- বিদ্যমান আবহাওয়া পরিস্থিতে যে সমস্ত টমেটো ও বেগুন ক্ষেত ফল ধরা পর্যায়ে আছে সে সমস্ত ক্ষেতে ব্লাইট রোগের আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য এন্টিব্যাক ১০ এসপি (স্ট্রেপ্টোমাইসিন সালফেট ৯%+ টেট্রাসাইক্লিন হাইড্রোক্লোরাইড ১%) @০.৫ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয্যোগ করুন।
- যেসব ফসল ফুল ও ফলধরা পর্যায়ে আছে সেসব ফসলে পর্যাপ্ত সেচ নিশ্চিত করুন যাতে ফসলে রসের ঘাটতি না হয়।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- এ সময় নারিকেলে কালো মাথার শুঁয্যোপোকার উপদ্রব হতে পারে। কালো মাথার শুঁয্যোপোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি অথবা ম্যালাথিয়ন ৫০ ইসি @ ২.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে পাতার উভয় পাশে স্প্রে করুন।
- কলার জমিতে আর্দ্রতা সংরক্ষণের জন্য নারিকেলের ছোবড়ার কম্পোস্ট প্রয্যোগ করা যেতে পারে।
- বিরাজমান আবহাওয়া লেবু জাতীয় ফসলে ক্যাংকার রোগের জন্য অনুকূল। এই রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য, স্ট্রেপ্টোমাইসিন সালফেট ৫০০-১০০০ পিপিএম বা ফাইটোমাইসিন ২৫০০ পিপিএম বা কপার অক্সিক্লোরাইড ০.২% ১৫ দিন অন্তর স্প্রে করা যেতে পারে।
- আমের গুটি ঝরে পড়া রোধে গ্রোথ রেগুলেটর যেমন, প্লানোফিক্স/লিটোস/ক্যালবোর প্রতি লিটার পানিতে ২.০ মিলি হারে মিশিয়ে স্প্রে করার পরামর্শ দেওয্যা হলো।
- প্রতিকূল আবহাওয্যার কারণে আমে ফুল আসতে দেরি হলে ফুল আসা তরান্বিত করার জন্য পটাসিয্যাম নাইট্রেট ১০ গ্রাম এবং ইউরিয্যা ৫ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করার জন্য পরামর্শ দেওয্যা হলো।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- ছাগল ও ভেড়াকে পিপিআর রোগের টিকা না দেওয়া থাকলে টিকা প্রদান করুন।
- মশা মাছি কমানোর জন্য ন্যাপথালিন কিংবা তারপিন তেল ব্যবহার করা যায়।

- মশার প্রকোপ থেকে গবাদি পশুকে রক্ষা করুন। মশারি অথবা মাটির পাত্রে সাবধানতার সাথে কয়েল ব্যবহার করুন।
- চর্মরোগ দেখা দিলে দ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা নিন।
- গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- গবাদি পশুকে পর্যাপ্ত পানি পান করান।

হাঁসমুরগী

- হাঁসের জন্য ডাকপ্লেগ রোগের টিকা প্রদানের ব্যবস্থা করুন।
- মুরগীর রানীক্ষেত ও কলেরা রোগের টিকা প্রদান করুন।
- রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত হাঁসমুরগী সরিয়ে ফেলুন।
- পরিষ্কার পানি কিংবা অধিকতর গরমে গ্লুকোজ স্যালাইন ব্যবহার করুন।
- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।

মৎস্য

- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট স্থানে পরিমাণমত ভালো মানের খাবার প্রয়োগ করুন।
- বড় আকারের পোনা মজুদ করলে বেশি ফলন পাওয়া যায়।
- পরিকল্পনা অনুযায়ী সঠিক সংখ্যা ও আকারের মাছের পোনা মজুদ করুন।
- প্রয়োজন হলে প্রতি শতাংশে- ৪০-৫০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- প্রতি শতাংশে- ইউরিয়া ১৫০-২০০ গ্রাম, টিএসপি ৭৫-১০০ গ্রাম প্রয়োগ করুন।
- চুন প্রয়োগের ৩/৪ দিন পর সার প্রয়োগ করুন।
- পুকুরের প্রস্তুতির জন্য শতাংশে ১ কিলোগ্রাম চুন প্রয়োগ করুন।
- পুকুরের গভীরতা ১-১.৫ মিটার বজায় রাখুন।

দিনাজপুর অঞ্চল (জেলাসমূহ: দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও এবং পঞ্চগড়)

পাট

- একটি ভালো বীজতলা তৈরী করতে জমিতে ৫-৬ বার লাঙল ও মই দিতে হবে। টারমাইট ও ক্রিকেট আক্রান্ত জমিতে বীজতলা তৈরির সময় মাটিকে ম্যালাথিয়ন ৫% ডাস্ট @ ৩০ কেজি/হেক্টর দিয়ে শোধন করে নিতে হবে।

ধান বোরো

- **পর্যায়:** দানা জমাট বাঁধা
- প্রতি ২ সারি পর পর গাছগুলো নাড়াতে হবে যাতে সূর্যের আলো সারির মধ্যে সঠিকভাবে যেতে পারে।
- কীটনাশক স্প্রে করার আগে জমি থেকে পানি বের করে দিন।
- গাছের বৃদ্ধির এই র্পযায়ে ও চলমান আবহাওয়ায় বোরো ধানে গান্ধী পোকা এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। গান্ধী পোকার আক্রমণ থেকে ধানক্ষেত রক্ষার জন্য কারবারিল (৮৫ পাউডার) ২.০গ্রাম/লি: অথবা ক্লোরপাইরিফস (২০ইসি) ২.০মিলি./লি: পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন। অতিরিক্ত সেচ প্রয়োগ থেকে বিরত থাকতে হবে যেন ধানের গাছের গোড়া পচে না যায়।
- বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ দেখা গেলে কীটনাশক আইসোপ্রোকার্ব ২.৫ গ্রাম অথবা ইমিডাক্লোপ্রিড ২.০ মিলি/লি: পানিতে মিশিয়ে মেঘমুক্ত আবহাওয়া এবং বৃষ্টির পূর্বাভাস না থাকলে স্প্রে করুন।
- এ সময়ে ধান ক্ষেতে পাতা মোড়ানো পোকার আক্রমন দেখা দিতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে ম্যালাথিয়ন অথবা ক্লোরপাইরিফস প্রতি লি: পানিতে ২.০ গ্রাম মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- জমির পানির স্তর ২-৫ সেমি বজায় রাখুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে পাতামোড়ানো পোকা এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। ট্রাইকোগামা বোলতার সাহায্যে এটা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে লক্ষীর গু এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। অনুকূল আবহাওয়া তাপমাত্রা ২২-২৭± সে.

সবজি

- বর্তমান আবহাওয়ায়, বেগুনে কান্ড ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রতিকারের জন্য একরে ৪০টি ফেরোমন ফাঁদ বসানোর পরামর্শ দেয়া হলো।
- বিদ্যমান আবহাওয়া পরিস্থিতে যে সমস্ত টমেটো ও বেগুন ক্ষেত ফল ধরা পর্যায়ে আছে সে সমস্ত ক্ষেতে ব্লাইট রোগের আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য এন্টিব্যাক ১০ এসপি (স্ট্রেপ্টোমাইসিন সালফেট ৯%+ টেট্রাসাইক্লিন হাইড্রোক্লোরাইড ১%) @০.৫ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।
- যেসব ফসল ফুল ও ফলধরা পর্যায়ে আছে সেসব ফসলে পর্যাপ্ত সেচ নিশ্চিত করুন যাতে ফসলে রসের ঘাটতি না হয়।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- এ সময় নারিকেলে কালো মাথার শুঁয়োপোকার উপদ্রব হতে পারে। কালো মাথার শুঁয়োপোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি অথবা ম্যালাথিয়ন ৫০ ইসি @ ২.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে পাতার উভয় পাশে স্প্রে করুন।
- কলার জমিতে আর্দ্রতা সংরক্ষণের জন্য নারিকেলের ছোবড়ার কম্পোস্ট প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- বিরাজমান আবহাওয়া লেবু জাতীয় ফসলে ক্যাংকার রোগের জন্য অনুকূল। এই রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য, স্ট্রেপ্টোমাইসিন সালফেট ৫০০-১০০০ পিপিএম বা ফাইটোমাইসিন ২৫০০ পিপিএম বা কপার অক্সিক্লোরাইড ০.২% ১৫ দিন অন্তর স্প্রে করা যেতে পারে।
- আমের গুটি ঝরে পড়া রোধে গ্রোথ রেগুলেটর যেমন, প্লানোফিক্স/লিটোস/ক্যালবোর প্রতি লিটার পানিতে ২.০ মিলি হারে মিশিয়ে স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে আমে ফুল আসতে দেরি হলে ফুল আসা তরান্বিত করার জন্য পটাসিয়াম নাইট্রেট ১০ গ্রাম এবং ইউরিয়া ৫ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- ছাগল ও ভেড়াকে পিপিআর রোগের টিকা না দেওয়া থাকলে টিকা প্রদান করুন।
- মশা মাছি কমানোর জন্য ন্যাপথালিন কিংবা তারপিন তেল ব্যবহার করা যায়।
- মশার প্রকোপ থেকে গবাদি পশুকে রক্ষা করুন। মশারি অথবা মাটির পাত্রে সাবধানতার সাথে কয়েল ব্যবহার করুন।
- চর্মরোগ দেখা দিলে দ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা নিন।
- গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- গবাদি পশুকে পর্যাপ্ত পানি পান করান।

হাঁসমুরগী

- হাঁসের জন্য ডাকপ্লেগ রোগের টিকা প্রদানের ব্যবস্থা করুন।
- মুরগীর রানীক্ষেত ও কলেরা রোগের টিকা প্রদান করুন।
- রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত হাঁসমুরগী সরিয়ে ফেলুন।
- পরিষ্কার পানি কিংবা অধিকতর গরমে গ্লুকোজ স্যালাইন ব্যবহার করুন।
- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।

মৎস্য

- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট স্থানে পরিমাণমত ভালো মানের খাবার প্রয়োগ করুন।
- বড় আকারের পোনা মজুদ করলে বেশি ফলন পাওয়া যায়।
- পরিকল্পনা অনুযায়ী সঠিক সংখ্যা ও আকারের মাছের পোনা মজুদ করুন।
- প্রয়োজন হলে প্রতি শতাংশে- ৪০-৫০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- প্রতি শতাংশে- ইউরিয়া ১৫০-২০০ গ্রাম, টিএসপি ৭৫-১০০ গ্রাম প্রয়োগ করুন।
- চুন প্রয়োগের ৩/৪ দিন পর সার প্রয়োগ করুন।
- পুকুরের প্রস্তুতির জন্য শতাংশে ১ কিলোগ্রাম চুন প্রয়োগ করুন।
- পুকুরের গভীরতা ১-১.৫ মিটার বজায় রাখুন।

বগুড়া অঞ্চল (জেলাসমূহ: বগুড়া, জয়পুরহাট, পাবনা এবং সিরাজগঞ্জ)

পাট

- বীজ বপন অব্যাহত রাখুন।
- মাটিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে আর্দ্রতা থাকলে বীজ বপন শুরু করুন।

ধান বোরো

- **পর্যায়:** কুশি গজানো
- জমি ও সেচ নালা আগাছামুক্ত রাখুন। সার প্রয়োগের আগে আগাছা পরিষ্কার করুন এবং সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিন। হাত দ্বারা অথবা আগাছানাশক (যেমন রিফিট ৫০০ ইসি, সুপারহিট ৫০০ ইসি ইত্যাদি ১৩৪ মিলি/বিঘা) ব্যবহার করে আগাছা দমন করা যেতে পারে |
- চারা রোপণের ২০-২৫ দিন পর বিঘাপ্রতি ১৩ কেজি ইউরিয়া উপরিপ্রয়োগ করুন।
- এ সময়ে ক্ষেতে মাজরা পোকা ও পামরি পোকার আক্রমণ হতে পারে। সে জন্য নিবিড় পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন।
- পোকা দেখা গেলে হাতজাল দিয়ে পরিণত/বয়স্ক পোকা সংগ্রহ করে মাটিতে পুতে অথবা আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলতে হবে।
- পরিণত মথকে আকৃষ্ট ও দমন করার জন্য বিঘা প্রতি ২টি করে ফেরোমন ট্র্যাপ স্থাপন করুন।এ ছাড়া পোকা দমনের জন্য হেক্টর প্রতি ১০কেজি কার্বোফুরান ৫জি অথবা ডায়াজিনন ১০জি ১৭ কেজি হারে প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- হালকা কুয়াশা ও তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে ব্লাস্ট এবং বাদামি দাগ রোগের আক্রমণ হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ট্রুপার (Trooper) ৬.০ গ্রাম/লি: অথবা নাটিভো ৬.০ গ্রাম/লি: পানিতে মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পর পর ২বার স্প্রে করুন।
- জমির পানির স্তর ৫-৭ সেমি বজায় রাখুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে পাতামোড়ানো পোকা এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। ট্রাইকোগামা বোলতার সাহায্যে এটা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে নলিমাছি বা গলমাছি এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। কার্বোফুরান হেক্টর প্রতি ১০ কেজি প্রয়োগ করতে হবে।

সবজি

- বর্তমান আবহাওয়ায়, বেগুনে কান্ড ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রতিকারের জন্য একরে ৪০টি ফেরোমন ফাঁদ বসানোর পরামর্শ দেয়া হলো।
- বিদ্যমান আবহাওয়া পরিস্থিতে যে সমস্ত টমেটো ও বেগুন ক্ষেত ফল ধরা পর্যায়ে আছে সে সমস্ত ক্ষেতে ব্লাইট রোগের আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য এন্টিব্যাক ১০ এসপি (স্ট্রেপ্টোমাইসিন সালফেট ৯%+ টেট্রাসাইক্লিন হাইড্রোক্লোরাইড ১%) @০.৫ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।
- যেসব ফসল ফুল ও ফলধরা পর্যায়ে আছে সেসব ফসলে পর্যাপ্ত সেচ নিশ্চিত করুন যাতে ফসলে রসের ঘাটতি না হয়।

- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- এ সময় নারিকেলে কালো মাথার শুঁয়োপোকার উপদ্রব হতে পারে। কালো মাথার শুঁয়োপোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি অথবা ম্যালাথিয়ন ৫০ ইসি @ ২.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে পাতার উভয় পাশে স্প্রে করুন।
- কলার জমিতে আর্দ্রতা সংরক্ষণের জন্য নারিকেলের ছোবড়ার কম্পোস্ট প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- বিরাজমান আবহাওয়া লেবু জাতীয় ফসলে ক্যাংকার রোগের জন্য অনুকূল। এই রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য, স্ট্রেপ্টোমাইসিন সালফেট ৫০০-১০০০ পিপিএম বা ফাইটোমাইসিন ২৫০০ পিপিএম বা কপার অক্সিক্লোরাইড ০.২% ১৫ দিন অন্তর স্প্রে করা যেতে পারে।
- আমের গুটি ঝরে পড়া রোধে গ্রোথ রেগুলেটর যেমন, প্লানোফিক্স/লিটোস/ক্যালবোর প্রতি লিটার পানিতে ২.০ মিলি হারে মিশিয়ে স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে আমে ফুল আসতে দেরি হলে ফুল আসা তরান্বিত করার জন্য পটাসিয়াম নাইট্রেট ১০ গ্রাম এবং ইউরিয়া ৫ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- ছাগল ও ভেড়াকে পিপিআর রোগের টিকা না দেওয়া থাকলে টিকা প্রদান করুন।
- মশা মাছি কমানোর জন্য ন্যাপথালিন কিংবা তারপিন তেল ব্যবহার করা যায়।
- মশার প্রকোপ থেকে গবাদি পশুকে রক্ষা করুন। মশারি অথবা মাটির পাত্রে সাবধানতার সাথে কয়েল ব্যবহার করুন।
- চর্মরোগ দেখা দিলে দ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা নিন।
- গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- গবাদি পশুকে পর্যাপ্ত পানি পান করান।

হাঁসমুরগী

- হাঁসের জন্য ডাকপ্লেগ রোগের টিকা প্রদানের ব্যবস্থা করুন।
- মুরগীর রানীক্ষেত ও কলেরা রোগের টিকা প্রদান করুন।
- রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত হাঁসমুরগী সরিয়ে ফেলুন।
- পরিষ্কার পানি কিংবা অধিকতর গরমে গ্লুকোজ স্যালাইন ব্যবহার করুন।
- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।

মৎস্য

- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট স্থানে পরিমাণমত ভালো মানের খাবার প্রয়োগ করুন।
- বড় আকারের পোনা মজুদ করলে বেশি ফলন পাওয়া যায়।
- পরিকল্পনা অনুযায়ী সঠিক সংখ্যা ও আকারের মাছের পোনা মজুদ করুন।
- প্রয়োজন হলে প্রতি শতাংশে- ৪০-৫০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- প্রতি শতাংশে- ইউরিয়া ১৫০-২০০ গ্রাম, টিএসপি ৭৫-১০০ গ্রাম প্রয়োগ করুন।
- চুন প্রয়োগের ৩/৪ দিন পর সার প্রয়োগ করুন।
- পুকুরের প্রস্তুতির জন্য শতাংশে ১ কিলোগ্রাম চুন প্রয়োগ করুন।
- পুকুরের গভীরতা ১-১.৫ মিটার বজায় রাখুন।

সিলেট অঞ্চল (জেলাসমূহ: সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, এবং হবিগঞ্জ)

ধান বোরো

- **পর্যায়:** পরিপক্ক থেকে কর্তন
- ফসল সংগ্রহের ১৫ দিন আগে জমি থেকে পানি নিষ্কাশন করে ফেলুন।
- পরিপক্ক ফসল সংগ্রহ করুন। সংগ্রহ করার পর শস্য রোদে শুকিয়ে ছায়াযুক্ত স্থানে রেখে ঠান্ডা করে বায়ুনিরোধক পাত্রে নিরাপদ জায়গায় সংরক্ষণ করুন।

সবজি

- বর্তমান আবহাওয়ায়, বেগুনে কান্ড ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রতিকারের জন্য একরে ৪০টি ফেরোমন ফাঁদ বসানোর পরামর্শ দেয়া হলো।
- বিদ্যমান আবহাওয়া পরিস্থিতে যে সমস্ত টমেটো ও বেগুন ক্ষেত ফল ধরা পর্যায়ে আছে সে সমস্ত ক্ষেতে ব্লাইট রোগের আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য এন্টিব্যাক ১০ এসপি (স্ট্রেপ্টোমাইসিন সালফেট ৯%+ টেট্রাসাইক্লিন হাইড্রোক্লোরাইড ১%) @০.৫ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।
- যেসব ফসল ফুল ও ফলধরা পর্যায়ে আছে সেসব ফসলে পর্যাপ্ত সেচ নিশ্চিত করুন যাতে ফসলে রসের ঘাটতি না হয়।
- তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে, সবজি ফসলে শোষক পোকার আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। এই পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ম্যালাথিয়ন ৫৭ইসি/ডাইমেথয়েট ৪০ ইসি @ ১.০ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে সপ্তাহে একবার স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- এ সময় নারিকেলে কালো মাথার শুঁয়োপোকার উপদ্রব হতে পারে। কালো মাথার শুঁয়োপোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি অথবা ম্যালাথিয়ন ৫০ ইসি @ ২.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে পাতার উভয় পাশে স্প্রে করুন।
- কলার জমিতে আর্দ্রতা সংরক্ষণের জন্য নারিকেলের ছোবড়ার কম্পোস্ট প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- বিরাজমান আবহাওয়া লেবু জাতীয় ফসলে ক্যাংকার রোগের জন্য অনুকূল। এই রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য, স্ট্রেপ্টোমাইসিন সালফেট ৫০০-১০০০ পিপিএম বা ফাইটোমাইসিন ২৫০০ পিপিএম বা কপার অক্সিক্লোরাইড ০.২% ১৫ দিন অন্তর স্প্রে করা যেতে পারে।
- আমের গুটি ঝরে পড়া রোধে গ্রোথ রেগুলেটর যেমন, প্লানোফিক্স/লিটোস/ক্যালবোর প্রতি লিটার পানিতে ২.০ মিলি হারে মিশিয়ে স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে আমে ফুল আসতে দেরি হলে ফুল আসা তরান্বিত করার জন্য পটাসিয়াম নাইট্রেট ১০ গ্রাম এবং ইউরিয়া ৫ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সরিষা

- **পর্যায়:** পরিপক্ক
- পরিপক্ক ফসল সংগ্রহ করে ফেলুন।

গবাদি পশু

- ছাগল ও ভেড়াকে পিপিআর রোগের টিকা না দেওয়া থাকলে টিকা প্রদান করুন।
- মশা মাছি কমানোর জন্য ন্যাপথালিন কিংবা তারপিন তেল ব্যবহার করা যায়।
- মশার প্রকোপ থেকে গবাদি পশুকে রক্ষা করুন। মশারি অথবা মাটির পাত্রে সাবধানতার সাথে কয়েল ব্যবহার করুন।

- চর্মরোগ দেখা দিলে দ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা নিন।
- গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- গবাদি পশুকে পর্যাপ্ত পানি পান করান।

হাঁসমুরগী

- হাঁসের জন্য ডাকপ্লেগ রোগের টিকা প্রদানের ব্যবস্থা করুন।
- মুরগীর রানীক্ষেত ও কলেরা রোগের টিকা প্রদান করুন।
- রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত হাঁসমুরগী সরিয়ে ফেলুন।
- পরিষ্কার পানি কিংবা অধিকতর গরমে গ্লুকোজ স্যালাইন ব্যবহার করুন।
- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।

মৎস্য

- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট স্থানে পরিমাণমত ভালো মানের খাবার প্রয়োগ করুন।
- বড় আকারের পোনা মজুদ করলে বেশি ফলন পাওয়া যায়।
- পরিকল্পনা অনুযায়ী সঠিক সংখ্যা ও আকারের মাছের পোনা মজুদ করুন।
- প্রয়োজন হলে প্রতি শতাংশে- ৪০-৫০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- প্রতি শতাংশে- ইউরিয়া ১৫০-২০০ গ্রাম, টিএসপি ৭৫-১০০ গ্রাম প্রয়োগ করুন।
- চুন প্রয়োগের ৩/৪ দিন পর সার প্রয়োগ করুন।
- পুকুরের প্রস্তুতির জন্য শতাংশে ১ কিলোগ্রাম চুন প্রয়োগ করুন।
- পুকুরের গভীরতা ১-১.৫ মিটার বজায় রাখুন।

রাংগামাটি অঞ্চল (জেলাসমূহ: রাংগামাটি, বান্দরবান, এবং খাগড়াছড়ি)

ধান আউশ

- **পর্যায়:** বীজতলা

ধান বোরো

- **পর্যায়:** দানা জমাট বাঁধা
- প্রতি ২ সারি পর পর গাছগুলো নাড়াতে হবে যাতে সূর্যের আলো সারির মধ্যে সঠিকভাবে যেতে পারে।
- কীটনাশক স্প্রে করার আগে জমি থেকে পানি বের করে দিন।
- গাছের বৃদ্ধির এই র্পযায়ে ও চলমান আবহাওয়ায় বোরো ধানে গান্ধী পোকা এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। গান্ধী পোকার আক্রমণ থেকে ধানক্ষেত রক্ষার জন্য কারবারিল (৮৫ পাউডার) ২.০গ্রাম/লি: অথবা ক্লোরপাইরিফস (২০ইসি) ২.০মিলি./লি: পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন। অতিরিক্ত সেচ প্রয়োগ থেকে বিরত থাকতে হবে যেন ধানের গাছের গোড়া পচে না যায়।
- বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ দেখা গেলে কীটনাশক আইসোপ্রোকার্ব ২.৫ গ্রাম অথবা ইমিডাক্লোপ্রিড ২.০ মিলি/লি: পানিতে মিশিয়ে মেঘমুক্ত আবহাওয়া এবং বৃষ্টির পূর্বাভাস না থাকলে স্প্রে করুন।
- এ সময়ে ধান ক্ষেতে পাতা মোড়ানো পোকার আক্রমন দেখা দিতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে ম্যালাথিয়ন অথবা ক্লোরপাইরিফস প্রতি লি: পানিতে ২.০ গ্রাম মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- জমির পানির স্তর ২-৫ সেমি বজায় রাখুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে **লক্ষীর গু** এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। অনুকূল আবহাওয়া তাপমাত্রা ২২-২৭± সে.

সবজি

- বর্তমান আবহাওয়ায়, বেগুনে কান্ড ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রতিকারের জন্য একরে ৪০টি ফেরোমন ফাঁদ বসানোর পরামর্শ দেয়া হলো।
- বিদ্যমান আবহাওয়া পরিস্থিতে যে সমস্ত টমেটো ও বেগুন ক্ষেত ফল ধরা পর্যায়ে আছে সে সমস্ত ক্ষেতে ব্লাইট রোগের আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। রোগ নিয়ন্ত্রনের জন্য এন্টিব্যাক ১০ এসপি (স্ট্রেপ্টোমাইসিন সালফেট ৯%+ টেট্রাসাইক্লিন হাইড্রোক্লোরাইড ১%) @০.৫ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।
- যেসব ফসল ফুল ও ফলধরা পর্যায়ে আছে সেসব ফসলে পর্যাপ্ত সেচ নিশ্চিত করুন যাতে ফসলে রসের ঘাটতি না হয়।
- তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে, সবজি ফসলে শোষক পোকার আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। এই পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ম্যালাথিয়ন ৫৭ইাস/ডাইমেথয়েট ৪০ ইসি @ ১.০ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে সপ্তাহে একবার স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- এ সময় নারিকেলে কালো মাথার শুঁয়োপোকার উপদ্রব হতে পারে। কালো মাথার শুঁয়োপোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি অথবা ম্যালাথিয়ন ৫০ ইসি @ ২.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে পাতার উভয় পার্শে স্প্রে করুন।
- কলার জমিতে আর্দ্রতা সংরক্ষণের জন্য নারিকেলের ছোবড়ার কম্পোস্ট প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- বিরাজমান আবহাওয়া লেবু জাতীয় ফসলে ক্যাংকার রোগের জন্য অনুকূল। এই রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য, স্ট্রেপ্টোমাইসিন সালফেট ৫০০-১০০০ পিপিএম বা ফাইটোমাইসিন ২৫০০ পিপিএম বা কপার অক্সিক্লোরাইড ০.২% ১৫ দিন অন্তর স্প্রে করা যেতে পারে।
- আমের গুটি ঝরে পড়া রোধে গ্রোথ রেগুলেটর যেমন, প্লানোফিক্স/লিটোস/ক্যালবোর প্রতি লিটার পানিতে ২.০ মিলি হারে মিশিয়ে স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে আমে ফুল আসতে দেরি হলে ফুল আসা তরান্বিত করার জন্য পটাসিয়াম নাইট্রেট ১০ গ্রাম এবং ইউরিয়া ৫ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- ছাগল ও ভেড়াকে পিপিআর রোগের টিকা না দেওয়া থাকলে টিকা প্রদান করুন।
- মশা মাছি কমানোর জন্য ন্যাপথালিন কিংবা তারপিন তেল ব্যবহার করা যায়।
- মশার প্রকোপ থেকে গবাদি পশুকে রক্ষা করুন। মশারি অথবা মাটির পাত্রে সাবধানতার সাথে কয়েল ব্যবহার করুন।
- চর্মরোগ দেখা দিলে দ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা নিন।
- গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- গবাদি পশুকে পর্যাপ্ত পানি পান করান।

হাঁসমুরগী

- হাঁসের জন্য ডাকপ্লেগ রোগের টিকা প্রদানের ব্যবস্থা করুন।
- মুরগীর রানীক্ষেত ও কলেরা রোগের টিকা প্রদান করুন।
- রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত হাঁসমুরগী সরিয়ে ফেলুন।
- পরিষ্কার পানি কিংবা অধিকতর গরমে গ্লুকোজ স্যালাইন ব্যবহার করুন।
- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।

মৎস্য

- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট স্থানে পরিমাণমত ভালো মানের খাবার প্রয়োগ করুন।
- বড় আকারের পোনা মজুদ করলে বেশি ফলন পাওয়া জায়।
- পরিকল্পনা অনুযায়ী সঠিক সংখ্যা ও আকারের মাছের পোনা মজুদ করুন।
- প্রয়োজন হলে প্রতি শতাংশে- ৪০-৫০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- প্রতি শতাংশে- ইউরিয়া (১৫০-২০০ গ্রাম) , টিএসপি (৭৫-১০০ গ্রাম) প্রয়োগ করুন।
- চুন প্রয়োগের ৩/৪ দিন পর সার প্রয়োগ করুন।
- পুকুরের প্রস্তুতির জন্য শতাংশে ১ কিলোগ্রাম চুন প্রয়োগ করুন।
- পুকুরের গভীরতা ১-১.৫ মিটার বজায় রাখুন।

বরিশাল অঞ্চল (জেলাসমূহ: বরিশাল, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুর, এবং ভোলা)

পাট

- **পর্যায়:** অংকুরোদগম থেকে চারা গজানো
- বীজ বপন অব্যাহত রাখুন।
- মাটিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে আর্দ্রতা থাকলে বীজ বপন শুরু করুন।

ধান আউশ

- **পর্যায়:** বীজতলা

ধান বোরো

- **পর্যায়:** দানা জমাট বাঁধা
- প্রতি ২ সারি পর পর গাছগুলো নাড়াতে হবে যাতে সূর্যের আলো সারির মধ্যে সঠিকভাবে যেতে পারে।
- কীটনাশক স্প্রে করার আগে জমি থেকে পানি বের করে দিন।
- গাছের বৃদ্ধির এই র্পযায়ে ও চলমান আবহাওয়ায় বোরো ধানে গান্ধী পোকা এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। গান্ধী পোকার আক্রমণ থেকে ধানক্ষেত রক্ষার জন্য কারবারিল (৮৫ পাউডার) ২.০গ্রাম/লি: অথবা ক্লোরপাইরিফস (২০ইসি) ২.০মিলি./লি: পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন। অতিরিক্ত সেচ প্রয়োগ থেকে বিরত থাকতে হবে যেন ধানের গাছের গোড়া পচে না যায়।
- বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ দেখা গেলে কীটনাশক আইসোপ্রোকার্ব ২.৫ গ্রাম অথবা ইমিডাক্লোপ্রিড ২.০ মিলি/লি: পানিতে মিশিয়ে মেঘমুক্ত আবহাওয়া এবং বৃষ্টির পূর্বাভাস না থাকলে স্প্রে করুন।
- এ সময়ে ধান ক্ষেতে পাতা মোড়ানো পোকার আক্রমন দেখা দিতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে ম্যালাথিয়ন অথবা ক্লোরপাইরিফস প্রতি লি: পানিতে ২.০ গ্রাম মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- জমির পানির স্তর ২-৫ সেমি বজায় রাখুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।
- আবহাওয্যার বর্তমান পরিস্থিতিতে **লক্ষীর গু** এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। অনুকূল আবহাওয়া তাপমাত্রা ২২-২৭± সে.

সবজি

- বর্তমান আবহাওয়ায়, বেগুনে কান্ড ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রতিকারের জন্য একরে ৪০টি ফেরোমন ফাঁদ বসানোর পরামর্শ দেয়া হলো।
- বিদ্যমান আবহাওয়া পরিস্থিতে যে সমস্ত টমেটো ও বেগুন ক্ষেত ফল ধরা পর্যায়ে আছে সে সমস্ত ক্ষেতে ব্লাইট রোগের আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। রোগ নিয়ন্ত্রনের জন্য এন্টিব্যাক ১০ এসপি (স্ট্রেপ্টোমাইসিন সালফেট ৯%+ টেট্রাসাইক্লিন হাইড্রোক্লোরাইড ১%) @০.৫ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।

- যেসব ফসল ফুল ও ফলধরা পর্যায়ে আছে সেসব ফসলে পর্যাপ্ত সেচ নিশ্চিত করুন যাতে ফসলে রসের ঘাটতি না হয়।
- তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে, সবজি ফসলে শোষক পোকার আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। এই পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ম্যালাথিয়ন ৫৭ইসি/ডাইমেথয়েট ৪০ ইসি @ ১.০ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে সপ্তাহে একবার স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- এ সময় নারিকেলে কালো মাথার শুঁয়োপোকার উপদ্রব হতে পারে। কালো মাথার শুঁয়োপোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি অথবা ম্যালাথিয়ন ৫০ ইসি @ ২.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে পাতার উভয় পার্শে স্প্রে করুন।
- কলার জমিতে আর্দ্রতা সংরক্ষণের জন্য নারিকেলের ছোবড়ার কম্পোস্ট প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- বিরাজমান আবহাওয়া লেবু জাতীয় ফসলে ক্যাংকার রোগের জন্য অনুকূল। এই রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য, স্ট্রেপ্টোমাইসিন সালফেট ৫০০-১০০০ পিপিএম বা ফাইটোমাইসিন ২৫০০ পিপিএম বা কপার অক্সিক্লোরাইড ০.২% ১৫ দিন অন্তর স্প্রে করা যেতে পারে।
- আমের গুটি ঝরে পড়া রোধে গ্রোথ রেগুলেটর যেমন, প্লানোফিক্স/লিটোস/ক্যালবোর প্রতি লিটার পানিতে ২.০ মিলি হারে মিশিয়ে স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে আমে ফুল আসতে দেরি হলে ফুল আসা তরান্বিত করার জন্য পটাসিয়াম নাইট্রেট ১০ গ্রাম এবং ইউরিয়া ৫ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সরিষা

- **পর্যায়:** পরিপক্কতা
- পরিপক্ক ফসল সংগ্রহ করে ফেলুন। সেচ প্রদান থেকে বিরত থাকুন।

গবাদি পশু

- ছাগল ও ভেড়াকে পিপিআর রোগের টিকা না দেওয়া থাকলে টিকা প্রদান করুন।
- মশা মাছি কমানোর জন্য ন্যাপথালিন কিংবা তারপিন তেল ব্যবহার করা যায়।
- মশার প্রকোপ থেকে গবাদি পশুকে রক্ষা করুন। মশারি অথবা মাটির পাত্রে সাবধানতার সাথে কয়েল ব্যবহার করুন।
- চর্মরোগ দেখা দিলে দ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা নিন।
- গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- গবাদি পশুকে পর্যাপ্ত পানি পান করান।

হাঁসমুরগী

- হাঁসের জন্য ডাকপ্লেগ রোগের টিকা প্রদানের ব্যবস্থা করুন।
- মুরগীর রানীক্ষেত ও কলেরা রোগের টিকা প্রদান করুন।
- রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত হাঁসমুরগী সরিয়ে ফেলুন।
- পরিষ্কার পানি কিংবা অধিকতর গরমে গ্লুকোজ স্যালাইন ব্যবহার করুন।
- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।

মৎস্য

- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট স্থানে পরিমাণমত ভালো মানের খাবার প্রয়োগ করুন।
- বড় আকারের পোনা মজুদ করলে বেশি ফলন পাওয়া জায়।

- পরিকল্পনা অনুযায়ী সঠিক সংখ্যা ও আকারের মাছের পোনা মজুদ করুন।
- প্রয়োজন হলে প্রতি শতাংশে- ৪০-৫০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- প্রতি শতাংশে- ইউরিয়া (১৫০-২০০ গ্রাম) , টিএসপি (৭৫-১০০ গ্রাম) প্রয়োগ করুন।
- চুন প্রয়োগের ৩/৪ দিন পর সার প্রয়োগ করুন।
- পুকুরের প্রস্তুতির জন্য শতাংশে ১ কিলোগ্রাম চুন প্রয়োগ করুন।
- পুকুরের গভীরতা ১-১.৫ মিটার বজায় রাখুন।

যশোর অঞ্চল (জেলাসমূহ: যশোর, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদাহ, মেহেরপুর, এবং মাগুড়া)

ধান বোরো

- **পর্যায়:** কুশি গজানো
- জমি ও সেচ নালা আগাছামুক্ত রাখুন। সার প্রয়োগের আগে আগাছা পরিষ্কার করুন এবং সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিন। হাত দ্বারা অথবা আগাছানাশক (যেমন রিফিট ৫০০ ইসি, সুপারহিট ৫০০ ইসি ইত্যাদি ১৩৪ মিলি/বিঘা) ব্যবহার করে আগাছা দমন করা যেতে পারে |
- চারা রোপণের ২০-২৫ দিন পর বিঘাপ্রতি ১৩ কেজি ইউরিয়া উপরিপ্রয়োগ করুন।
- এ সময়ে ক্ষেতে মাজরা পোকা ও পামরি পোকার আক্রমণ হতে পারে। সে জন্য নিবিড় পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন।
- পোকা দেখা গেলে হাতজাল দিয়ে পরিণত/বয়স্ক পোকা সংগ্রহ করে মাটিতে পুতে অথবা আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলতে হবে।
- পরিণত মথকে আকৃষ্ট ও দমন করার জন্য বিঘা প্রতি ২টি করে ফেরোমন ট্র্যাপ স্থাপন করুন।এ ছাড়া পোকা দমনের জন্য হেক্টর প্রতি ১০কেজি কার্বোফুরান ৫জি অথবা ডায়াজিনন ১০জি ১৭ কেজি হারে প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- হালকা কুয়াশা ও তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে ব্লাস্ট এবং বাদামি দাগ রোগের আক্রমণ হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ট্রুপার (Trooper) ৬.০ গ্রাম/লি: অথবা নাটিভো ৬.০ গ্রাম/লি: পানিতে মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পর পর ২বার স্প্রে করুন।
- জমির পানির স্তর ৫-৭ সেমি বজায় রাখুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে **নলিমাছি বা গলমাছি** এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। কার্বোফুরান হেক্টর প্রতি ১০ কেজি প্রয়োগ করতে হবে।

সবজি

- বর্তমান আবহাওয়ায়, বেগুনে কান্ড ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রতিকারের জন্য একরে ৪০টি ফেরোমন ফাঁদ বসানোর পরামর্শ দেয়া হলো।
- বিদ্যমান আবহাওয়া পরিস্থিতে যে সমস্ত টমেটো ও বেগুন ক্ষেত ফল ধরা পর্যায়ে আছে সে সমস্ত ক্ষেতে ব্লাইট রোগের আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। রোগ নিয়ন্ত্রনের জন্য এন্টিব্যাক ১০ এসপি (স্ট্রেপ্টোমাইসিন সালফেট ৯%+ টেট্রাসাইক্লিন হাইড্রোক্লোরাইড ১%) @০.৫ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।
- যেসব ফসল ফুল ও ফলধরা পর্যায়ে আছে সেসব ফসলে পর্যাপ্ত সেচ নিশ্চিত করুন যাতে ফসলে রসের ঘাটতি না হয়।
- তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে, সবজি ফসলে শোষক পোকার আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। এই পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ম্যালাথিয়ন ৫৭ইসি/ডাইমেথয়েট ৪০ ইসি @ ১.০ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে সপ্তাহে একবার স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- এ সময় নারিকেলে কালো মাথার শুঁয়োপোকার উপদ্রব হতে পারে। কালো মাথার শুঁয়োপোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি অথবা ম্যালাথিয়ন ৫০ ইসি @ ২.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে পাতার উভয় পার্শে স্প্রে করুন।
- কলার জমিতে আর্দ্রতা সংরক্ষণের জন্য নারিকেলের ছোবড়ার কম্পোস্ট প্রয়োগ করা যেতে পারে।

- বিরাজমান আবহাওয়া লেবু জাতীয় ফসলে ক্যাংকার রোগের জন্য অনুকূল। এই রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য, স্ট্রেপ্টোমাইসিন সালফেট ৫০০-১০০০ পিপিএম বা ফাইটোমাইসিন ২৫০০ পিপিএম বা কপার অক্সিক্লোরাইড ০.২% ১৫ দিন অন্তর স্প্রে করা যেতে পারে।
- আমের গুটি ঝরে পড়া রোধে গ্রোথ রেগুলেটর যেমন, প্লানোফিক্স/লিটোস/ক্যালবোর প্রতি লিটার পানিতে ২.০ মিলি হারে মিশিয়ে স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে আমে ফুল আসতে দেরি হলে ফুল আসা তরান্বিত করার জন্য পটাসিয়াম নাইট্রেট ১০ গ্রাম এবং ইউরিয়া ৫ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- ছাগল ও ভেড়াকে পিপিআর রোগের টিকা না দেওয়া থাকলে টিকা প্রদান করুন।
- মশা মাছি কমানোর জন্য ন্যাপথালিন কিংবা তারপিন তেল ব্যবহার করা যায়।
- মশার প্রকোপ থেকে গবাদি পশুকে রক্ষা করুন। মশারি অথবা মাটির পাত্রে সাবধানতার সাথে কয়েল ব্যবহার করুন।
- চর্মরোগ দেখা দিলে দ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা নিন।
- গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- গবাদি পশুকে পর্যাপ্ত পানি পান করান।

হাঁসমুরগী

- হাঁসের জন্য ডাকপ্লেগ রোগের টিকা প্রদানের ব্যবস্থা করুন।
- মুরগীর রানীক্ষেত ও কলেরা রোগের টিকা প্রদান করুন।
- রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত হাঁসমুরগী সরিয়ে ফেলুন।
- পরিষ্কার পানি কিংবা অধিকতর গরমে গ্লুকোজ স্যালাইন ব্যবহার করুন।
- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।

মৎস্য

- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট স্থানে পরিমাণমত ভালো মানের খাবার প্রয়োগ করুন।
- বড় আকারের পোনা মজুদ করলে বেশি ফলন পাওয়া জায়।
- পরিকল্পনা অনুযায়ী সঠিক সংখ্যা ও আকারের মাছের পোনা মজুদ করুন।
- প্রয়োজন হলে প্রতি শতাংশে- ৪০-৫০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- প্রতি শতাংশে- ইউরিয়া (১৫০-২০০ গ্রাম) , টিএসপি (৭৫-১০০ গ্রাম) প্রয়োগ করুন।
- চুন প্রয়োগের ৩/৪ দিন পর সার প্রয়োগ করুন।
- পুকুরের প্রস্তুতির জন্য শতাংশে ১ কিলোগ্রাম চুন প্রয়োগ করুন।
- পুকুরের গভীরতা ১-১.৫ মিটার বজায় রাখুন।
-

ফরিদপুর অঞ্চল (জেলাসমূহ: ফরিদপুর, শরিয়তপুর, মাদারীপুর, এবং গোপালগঞ্জ)

পাট

- **পর্যায়:** অংকুরোদগম থেকে চারা গজানো

- বীজ বপন অব্যাহত রাখুন।
- মাটিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে আর্দ্রতা থাকলে বীজ বপন শুরু করুন।

ধান আউশ

- **পর্যায়:** বীজতলা

ধান বোরো

- **পর্যায়:** পরিপক্ক থেকে কর্তন
- আগাম রোপণকৃত ধান যেখানে ৮০% পরপিক্ক হয়ে গেছে তা দ্রুত কর্তন করে নিরাপদ স্থানে রাখুন।
- পরিপক্ক ফসল দ্রুত সংগ্রহ করুন।
- ফসল সংগ্রহ করুন। সংগ্রহ করার পর শস্য রোদে শুকিয়ে ছায়াযুক্ত স্থানে রেখে ঠান্ডা করে বায়ুনিরোধক পাত্রে নিরাপদ জায়গায় সংরক্ষণ করুন।
- ফসল সংগ্রহের ১৫ দিন আগে জমি থেকে পানি নিষ্কাশন করে ফেলুন।

সবজি

- বর্তমান আবহাওয়ায়, বেগুনে কান্ড ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রতিকারের জন্য একরে ৪০টি ফেরোমন ফাঁদ বসানোর পরামর্শ দেয়া হলো।
- বিদ্যমান আবহাওয়া পরিস্থিতে যে সমস্ত টমেটো ও বেগুন ক্ষেত ফল ধরা পর্যায়ে আছে সে সমস্ত ক্ষেতে ব্লাইট রোগের আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। রোগ নিয়ন্ত্রনের জন্য এন্টিব্যাক ১০ এসপি (স্ট্রেপ্টোমাইসিন সালফেট ৯%+ টেট্রাসাইক্লিন হাইড্রোক্লোরাইড ১%) @০.৫ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।
- যেসব ফসল ফুল ও ফলধরা পর্যায়ে আছে সেসব ফসলে পর্যাপ্ত সেচ নিশ্চিত করুন যাতে ফসলে রসের ঘাটতি না হয়।
- তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে, সবজি ফসলে শোষক পোকার আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। এই পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ম্যালাথিয়ন ৫৭ইসি/ডাইমেথয়েট ৪০ ইসি @ ১.০ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে সপ্তাহে একবার স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- এ সময় নারিকেলে কালো মাথার শুঁয়োপোকার উপদ্রব হতে পারে। কালো মাথার শুঁয়োপোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি অথবা ম্যালাথিয়ন ৫০ ইসি @ ২.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে পাতার উভয় পার্শে স্প্রে করুন।
- কলার জমিতে আর্দ্রতা সংরক্ষণের জন্য নারিকেলের ছোবড়ার কম্পোস্ট প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- বিরাজমান আবহাওয়া লেবু জাতীয় ফসলে ক্যাংকার রোগের জন্য অনুকূল। এই রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য, স্ট্রেপ্টোমাইসিন সালফেট ৫০০-১০০০ পিপিএম বা ফাইটোমাইসিন ২৫০০ পিপিএম বা কপার অক্সিক্লোরাইড ০.২% ১৫ দিন অন্তর স্প্রে করা যেতে পারে।
- আমের গুটি ঝরে পড়া রোধে গ্রোথ রেগুলেটর যেমন, প্লানোফিক্স/লিটোস/ক্যালবোর প্রতি লিটার পানিতে ২.০ মিলি হারে মিশিয়ে স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে আমে ফুল আসতে দেরি হলে ফুল আসা তরান্বিত করার জন্য পটাসিয়াম নাইট্রেট ১০ গ্রাম এবং ইউরিয়া ৫ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- ছাগল ও ভেড়াকে পিপিআর রোগের টিকা না দেওয়া থাকলে টিকা প্রদান করুন।

- মশা মাছি কমানোর জন্য ন্যাপথালিন কিংবা তারপিন তেল ব্যবহার করা যায়।
- মশার প্রকোপ থেকে গবাদি পশুকে রক্ষা করুন। মশারি অথবা মাটির পাত্রে সাবধানতার সাথে কয়েল ব্যবহার করুন।
- চর্মরোগ দেখা দিলে দ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা নিন।
- গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- গবাদি পশুকে পর্যাপ্ত পানি পান করান।

হাঁসমুরগী

- হাঁসের জন্য ডাকপ্লেগ রোগের টিকা প্রদানের ব্যবস্থা করুন।
- মুরগীর রানীক্ষেত ও কলেরা রোগের টিকা প্রদান করুন।
- রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত হাঁসমুরগী সরিয়ে ফেলুন।
- পরিষ্কার পানি কিংবা অধিকতর গরমে গ্লুকোজ স্যালাইন ব্যবহার করুন।
- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।

মৎস্য

- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট স্থানে পরিমাণমত ভালো মানের খাবার প্রয়োগ করুন।
- বড় আকারের পোনা মজুদ করলে বেশি ফলন পাওয়া জায়।
- পরিকল্পনা অনুযায়ী সঠিক সংখ্যা ও আকারের মাছের পোনা মজুদ করুন।
- প্রয়োজন হলে প্রতি শতাংশে- ৪০-৫০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- প্রতি শতাংশে- ইউরিয়া (১৫০-২০০ গ্রাম) , টিএসপি (৭৫-১০০ গ্রাম) প্রয়োগ করুন।
- চুন প্রয়োগের ৩/৪ দিন পর সার প্রয়োগ করুন।
- পুকুরের প্রস্তুতির জন্য শতাংশে ১ কিলোগ্রাম চুন প্রয়োগ করুন।
- পুকুরের গভীরতা ১-১.৫ মিটার বজায় রাখুন।

ঢাকা অঞ্চল (জেলাসমূহ: ঢাকা, টাঙ্গাইল, গাজীপুর, ময়মনসিংহ, মানিকগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ, এবং নরসিংদী)

পাট

- **পর্যায়:** অংকুরোদগম থেকে চারা গজানো
- বীজ বপন অব্যাহত রাখুন।
- মাটিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে আর্দ্রতা থাকলে বীজ বপন শুরু করুন।

ধান বোরো

- **পর্যায়:** পরিপক্ক থেকে কর্তন
- আগাম রোপণকৃত ধান যেখানে ৮০% পরপিক্ক হয়ে গেছে তা দ্রুত কর্তন করে নিরাপদ স্থানে রাখুন।
- পরিপক্ক ফসল দ্রুত সংগ্রহ করুন।
- ফসল সংগ্রহ করুন। সংগ্রহ করার পর শস্য রোদে শুকিয়ে ছায়াযুক্ত স্থানে রেখে ঠান্ডা করে বায়ুনিরোধক পাত্রে নিরাপদ জায়গায় সংরক্ষণ করুন।
- ফসল সংগ্রহের ১৫ দিন আগে জমি থেকে পানি নিষ্কাশন করে ফেলুন।

সবজি

- বর্তমান আবহাওয়ায়, বেগুনে কান্ড ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রতিকারের জন্য একরে ৪০টি ফেরোমন ফাঁদ বসানোর পরামর্শ দেয়া হলো।

- বিদ্যমান আবহাওয়া পরিস্থিতে যে সমস্ত টমেটো ও বেগুন ক্ষেত ফল ধরা পর্যায়ে আছে সে সমস্ত ক্ষেতে ব্লাইট রোগের আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। রোগ নিয়ন্ত্রনের জন্য এন্টিব্যাক ১০ এসপি (স্ট্রেপ্টোমাইসিন সালফেট ৯%+ টেট্রাসাইক্লিন হাইড্রোক্লোরাইড ১%) @০.৫ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।
- যেসব ফসল ফুল ও ফলধরা পর্যায়ে আছে সেসব ফসলে পর্যাপ্ত সেচ নিশ্চিত করুন যাতে ফসলে রসের ঘাটতি না হয়।
- তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে, সবজি ফসলে শোষক পোকার আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। এই পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ম্যালাথিয়ন ৫৭ইসি/ডাইমেথয়েট ৪০ ইসি @ ১.০ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে সপ্তাহে একবার স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- এ সময় নারিকেলে কালো মাথার শুঁয়োপোকার উপদ্রব হতে পারে। কালো মাথার শুঁয়োপোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি অথবা ম্যালাথিয়ন ৫০ ইসি @ ২.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে পাতার উভয় পার্শে স্প্রে করুন।
- কলার জমিতে আর্দ্রতা সংরক্ষণের জন্য নারিকেলের ছোবড়ার কম্পোস্ট প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- বিরাজমান আবহাওয়া লেবু জাতীয় ফসলে ক্যাংকার রোগের জন্য অনুকূল। এই রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য, স্ট্রেপ্টোমাইসিন সালফেট ৫০০-১০০০ পিপিএম বা ফাইটোমাইসিন ২৫০০ পিপিএম বা কপার অক্সিক্লোরাইড ০.২% ১৫ দিন অন্তর স্প্রে করা যেতে পারে।
- আমের গুটি ঝরে পড়া রোধে গ্রোথ রেগুলেটর যেমন, প্লানোফিক্স/লিটোস/ক্যালবোর প্রতি লিটার পানিতে ২.০ মিলি হারে মিশিয়ে স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে আমে ফুল আসতে দেরি হলে ফুল আসা তরান্বিত করার জন্য পটাসিয়াম নাইট্রেট ১০ গ্রাম এবং ইউরিয়া ৫ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- ছাগল ও ভেড়াকে পিপিআর রোগের টিকা না দেওয়া থাকলে টিকা প্রদান করুন।
- মশা মাছি কমানোর জন্য ন্যাপথালিন কিংবা তারপিন তেল ব্যবহার করা যায়।
- মশার প্রকোপ থেকে গবাদি পশুকে রক্ষা করুন। মশারি অথবা মাটির পাত্রে সাবধানতার সাথে কয়েল ব্যবহার করুন।
- চর্মরোগ দেখা দিলে দ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা নিন।
- গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- গবাদি পশুকে পর্যাপ্ত পানি পান করান।

হাঁসমুরগী

- হাঁসের জন্য ডাকপ্লেগ রোগের টিকা প্রদানের ব্যবস্থা করুন।
- মুরগীর রানীক্ষেত ও কলেরা রোগের টিকা প্রদান করুন।
- রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত হাঁসমুরগী সরিয়ে ফেলুন।
- পরিষ্কার পানি কিংবা অধিকতর গরমে গ্লুকোজ স্যালাইন ব্যবহার করুন।
- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।

মৎস্য

- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট স্থানে পরিমাণমত ভালো মানের খাবার প্রয়োগ করুন।
- বড় আকারের পোনা মজুদ করলে বেশি ফলন পাওয়া জায়।
- পরিকল্পনা অনুযায়ী সঠিক সংখ্যা ও আকারের মাছের পোনা মজুদ করুন।
- প্রয়োজন হলে প্রতি শতাংশে- ৪০-৫০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।

- প্রতি শতাংশে- ইউরিয়া (১৫০-২০০ গ্রাম), টিএসপি (৭৫-১০০ গ্রাম) প্রয়োগ করুন।
- চুন প্রয়োগের ৩/৪ দিন পর সার প্রয়োগ করুন।
- পুকুরের প্রস্তুতির জন্য শতাংশে ১ কিলোগ্রাম চুন প্রয়োগ করুন।
- পুকুরের গভীরতা ১-১.৫ মিটার বজায় রাখুন।

চট্টগ্রাম অঞ্চল (জেলাসমূহ: চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, লক্ষীপুর, নোয়াখালী এবং ফেনী)

ধান আউশ

- **পর্যায়:** বীজতলা

ধান বোরো

- **পর্যায়:** দানা জমাট বাঁধা
- প্রতি ২ সারি পর পর গাছগুলো নাড়াতে হবে যাতে সূর্যের আলো সারির মধ্যে সঠিকভাবে যেতে পারে।
- কীটনাশক স্প্রে করার আগে জমি থেকে পানি বের করে দিন।
- গাছের বৃদ্ধির এই পর্যায়ে ও চলমান আবহাওয়ায় বোরো ধানে গান্ধী পোকা এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। গান্ধী পোকার আক্রমণ থেকে ধানক্ষেত রক্ষার জন্য কারবারিল (৮৫ পাউডার) ২.০গ্রাম/লি: অথবা ক্লোরপাইরিফস (২০ইসি) ২.০মিলি. /লি: পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন। অতিরিক্ত সেচ প্রয়োগ থেকে বিরত থাকতে হবে যেন ধানের গাছের গোড়া পচে না যায়।
- বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ দেখা গেলে কীটনাশক আইসোপ্রোকার্ব ২.৫ গ্রাম অথবা ইমিডাক্লোপ্রিড ২.০ মিলি/লি: পানিতে মিশিয়ে মেঘমুক্ত আবহাওয়া এবং বৃষ্টির পূর্বাভাস না থাকলে স্প্রে করুন।
- এ সময়ে ধান ক্ষেতে পাতা মোড়ানো পোকার আক্রমন দেখা দিতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে ম্যালাথিয়ন অথবা ক্লোরপাইরিফস প্রতি লি: পানিতে ২.০ গ্রাম মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- জমির পানির স্তর ২-৫ সেমি বজায় রাখুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে **লক্ষীর গু** এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। অনুকূল আবহাওয়া তাপমাত্রা ২২-২৭± সে.

সবজি

- বর্তমান আবহাওয়ায়, বেগুনে কান্ড ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রতিকারের জন্য একরে ৪০টি ফেরোমন ফাঁদ বসানোর পরামর্শ দেয়া হলো।
- বিদ্যমান আবহাওয়া পরিস্থিতে যে সমস্ত টমেটো ও বেগুন ক্ষেত ফল ধরা পর্যায়ে আছে সে সমস্ত ক্ষেতে ব্লাইট রোগের আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। রোগ নিয়ন্ত্রনের জন্য এন্টিব্যাক ১০ এসপি (স্ট্রেপ্টোমাইসিন সালফেট ৯%+ টেট্রাসাইক্লিন হাইড্রোক্লোরাইড ১%) @০.৫ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।
- যেসব ফসল ফুল ও ফলধরা পর্যায়ে আছে সেসব ফসলে পর্যাপ্ত সেচ নিশ্চিত করুন যাতে ফসলে রসের ঘাটতি না হয়।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- এ সময় নারিকেলে কালো মাথার শুঁয়োপোকার উপদ্রব হতে পারে। কালো মাথার শুঁয়োপোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি অথবা ম্যালাথিয়ন ৫০ ইসি @ ২.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে পাতার উভয় পার্শে স্প্রে করুন।
- কলার জমিতে আর্দ্রতা সংরক্ষণের জন্য নারিকেলের ছোবড়ার কম্পোস্ট প্রয়োগ করা যেতে পারে।

- বিরাজমান আবহাওয়া লেবু জাতীয় ফসলে ক্যাংকার রোগের জন্য অনুকূল। এই রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য, স্ট্রেপ্টোমাইসিন সালফেট ৫০০-১০০০ পিপিএম বা ফাইটোমাইসিন ২৫০০ পিপিএম বা কপার অক্সিক্লোরাইড ০.২% ১৫ দিন অন্তর স্প্রে করা যেতে পারে।
- আমের গুটি ঝরে পড়া রোধে গ্রোথ রেগুলেটর যেমন, প্লানোফিক্স/লিটোস/ক্যালবোর প্রতি লিটার পানিতে ২.০ মিলি হারে মিশিয়ে স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে আমে ফুল আসতে দেরি হলে ফুল আসা তরান্বিত করার জন্য পটাসিয়াম নাইট্রেট ১০ গ্রাম এবং ইউরিয়া ৫ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সরিষা

- **পর্যায়:** পরিপক্কতা
- পরিপক্ক ফসল সংগ্রহ করে ফেলুন। সেচ প্রদান থেকে বিরত থাকুন।

গবাদি পশু

- ছাগল ও ভেড়াকে পিপিআর রোগের টিকা না দেওয়া থাকলে টিকা প্রদান করুন।
- মশা মাছি কমানোর জন্য ন্যাপথালিন কিংবা তারপিন তেল ব্যবহার করা যায়।
- মশার প্রকোপ থেকে গবাদি পশুকে রক্ষা করুন। মশারি অথবা মাটির পাত্রে সাবধানতার সাথে কয়েল ব্যবহার করুন।
- চর্মরোগ দেখা দিলে দ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা নিন।
- গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- গবাদি পশুকে পর্যাপ্ত পানি পান করান।

হাঁসমুরগী

- হাঁসের জন্য ডাকপ্লেগ রোগের টিকা প্রদানের ব্যবস্থা করুন।
- মুরগীর রানীক্ষেত ও কলেরা রোগের টিকা প্রদান করুন।
- রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত হাঁসমুরগী সরিয়ে ফেলুন।
- পরিষ্কার পানি কিংবা অধিকতর গরমে গ্লুকোজ স্যালাইন ব্যবহার করুন।
- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।

মৎস্য

- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট স্থানে পরিমাণমত ভালো মানের খাবার প্রয়োগ করুন।
- বড় আকারের পোনা মজুদ করলে বেশি ফলন পাওয়া জায়।
- পরিকল্পনা অনুযায়ী সঠিক সংখ্যা ও আকারের মাছের পোনা মজুদ করুন।
- প্রয়োজন হলে প্রতি শতাংশে- ৪০-৫০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- প্রতি শতাংশে- ইউরিয়া (১৫০-২০০ গ্রাম) , টিএসপি (৭৫-১০০ গ্রাম) প্রয়োগ করুন।
- চুন প্রয়োগের ৩/৪ দিন পর সার প্রয়োগ করুন।
- পুকুরের প্রস্তুতির জন্য শতাংশে ১ কিলোগ্রাম চুন প্রয়োগ করুন।
- পুকুরের গভীরতা ১-১.৫ মিটার বজায় রাখুন।

কুমিল্লা অঞ্চল (জেলাসমূহ: কুমিল্লা, চাঁদপুর, এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া)

পাট

- **পর্যায়:** অংকুরোদগম থেকে চারা গজানো
- বীজ বপন অব্যাহত রাখুন।
- মাটিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে আর্দ্রতা থাকলে বীজ বপন শুরু করুন।

ধান বোরো

- **পর্যায়:** পরিপক্ক থেকে কর্তন
- আগাম রোপণকৃত ধান যেখানে ৮০% পরপিক্ক হয়ে গেছে তা দ্রুত কর্তন করে নিরাপদ স্থানে রাখুন।
- পরিপক্ক ফসল দ্রুত সংগ্রহ করুন।
- ফসল সংগ্রহ করুন। সংগ্রহ করার পর শস্য রোদে শুকিয়ে ছায়াযুক্ত স্থানে রেখে ঠান্ডা করে বায়ুনিরোধক পাত্রে নিরাপদ জায়গায় সংরক্ষণ করুন।
- ফসল সংগ্রহের ১৫ দিন আগে জমি থেকে পানি নিষ্কাশন করে ফেলুন।

সবজি

- বর্তমান আবহাওয়ায়, বেগুনে কান্ড ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রতিকারের জন্য একরে ৪০টি ফেরোমন ফাঁদ বসানোর পরামর্শ দেয়া হলো।
- বিদ্যমান আবহাওয়া পরিস্থিতে যে সমস্ত টমেটো ও বেগুন ক্ষেত ফল ধরা পর্যায়ে আছে সে সমস্ত ক্ষেতে ব্লাইট রোগের আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। রোগ নিয়ন্ত্রনের জন্য এন্টিব্যাক ১০ এসপি (স্ট্রেপ্টোমাইসিন সালফেট ৯%+ টেট্রাসাইক্লিন হাইড্রোক্লোরাইড ১%) @০.৫ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।
- যেসব ফসল ফুল ও ফলধরা পর্যায়ে আছে সেসব ফসলে পর্যাপ্ত সেচ নিশ্চিত করুন যাতে ফসলে রসের ঘাটতি না হয়।
- তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে, সবজি ফসলে শোষক পোকার আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। এই পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ম্যালাথিয়ন ৫৭ইস/ডাইমেথয়েট ৪০ ইসি @ ১.০ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে সপ্তাহে একবার স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- এ সময় নারিকেলে কালো মাথার শুঁয়োপোকার উপদ্রব হতে পারে। কালো মাথার শুঁয়োপোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি অথবা ম্যালাথিয়ন ৫০ ইসি @ ২.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে পাতার উভয় পার্শে স্প্রে করুন।
- কলার জমিতে আর্দ্রতা সংরক্ষণের জন্য নারিকেলের ছোবড়ার কম্পোস্ট প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- বিরাজমান আবহাওয়া লেবু জাতীয় ফসলে ক্যাংকার রোগের জন্য অনুকূল। এই রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য, স্ট্রেপ্টোমাইসিন সালফেট ৫০০-১০০০ পিপিএম বা ফাইটোমাইসিন ২৫০০ পিপিএম বা কপার অক্সিক্লোরাইড ০.২% ১৫ দিন অন্তর স্প্রে করা যেতে পারে।
- আমের গুটি ঝরে পড়া রোধে গ্রোথ রেগুলেটর যেমন, প্লানোফিক্স/লিটোস/ক্যালবোর প্রতি লিটার পানিতে ২.০ মিলি হারে মিশিয়ে স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে আমে ফুল আসতে দেরি হলে ফুল আসা তরান্বিত করার জন্য পটাসিয়াম নাইট্রেট ১০ গ্রাম এবং ইউরিয়া ৫ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- ছাগল ও ভেড়াকে পিপিআর রোগের টিকা না দেওয়া থাকলে টিকা প্রদান করুন।
- মশা মাছি কমানোর জন্য ন্যাপথালিন কিংবা তারপিন তেল ব্যবহার করা যায়।
- মশার প্রকোপ থেকে গবাদি পশুকে রক্ষা করুন। মশারি অথবা মাটির পাত্রে সাবধানতার সাথে কয়েল ব্যবহার করুন।
- চর্মরোগ দেখা দিলে দ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা নিন।

- গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- গবাদি পশুকে পর্যাপ্ত পানি পান করান।

হাঁসমুরগী

- হাঁসের জন্য ডাকপ্লেগ রোগের টিকা প্রদানের ব্যবস্থা করুন।
- মুরগীর রানীক্ষেত ও কলেরা রোগের টিকা প্রদান করুন।
- রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত হাঁসমুরগী সরিয়ে ফেলুন।
- পরিষ্কার পানি কিংবা অধিকতর গরমে গ্লুকোজ স্যালাইন ব্যবহার করুন।
- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।

মৎস্য

- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট স্থানে পরিমাণমত ভালো মানের খাবার প্রয়োগ করুন।
- বড় আকারের পোনা মজুদ করলে বেশি ফলন পাওয়া জায়।
- পরিকল্পনা অনুযায়ী সঠিক সংখ্যা ও আকারের মাছের পোনা মজুদ করুন।
- প্রয়োজন হলে প্রতি শতাংশে- ৪০-৫০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- প্রতি শতাংশে- ইউরিয়া (১৫০-২০০ গ্রাম) , টিএসপি (৭৫-১০০ গ্রাম) প্রয়োগ করুন।
- চুন প্রয়োগের ৩/৪ দিন পর সার প্রয়োগ করুন।
- পুকুরের প্রস্তুতির জন্য শতাংশে ১ কিলোগ্রাম চুন প্রয়োগ করুন।
- পুকুরের গভীরতা ১-১.৫ মিটার বজায় রাখুন।

খুলনা অঞ্চল (জেলাসমূহ: খুলনা, নড়াইল, সাতক্ষীরা এবং বাগেরহাট)

ধান বোরো

- **পর্যায়:** কুশি গজানো
- জমি ও সেচ নালা আগাছামুক্ত রাখুন। সার প্রয়োগের আগে আগাছা পরিষ্কার করুন এবং সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিন। হাত দ্বারা অথবা আগাছানাশক (যেমন রিফিট ৫০০ ইসি, সুপারহিট ৫০০ ইসি ইত্যাদি ১৩৪ মিলি/বিঘা) ব্যবহার করে আগাছা দমন করা যেতে পারে |
- চারা রোপণের ২০-২৫ দিন পর বিঘাপ্রতি ১৩ কেজি ইউরিয়া উপরিপ্রয়োগ করুন।
- এ সময়ে ক্ষেতে মাজরা পোকা ও পামরি পোকার আক্রমণ হতে পারে। সে জন্য নিবিড় পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন।
- পোকা দেখা গেলে হাতজাল দিয়ে পরিণত/বয়স্ক পোকা সংগ্রহ করে মাটিতে পুতে অথবা আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলতে হবে।
- পরিণত মথকে আকৃষ্ট ও দমন করার জন্য বিঘা প্রতি ২টি করে ফেরোমন ট্র্যাপ স্থাপন করুন।এ ছাড়া পোকা দমনের জন্য হেক্টর প্রতি ১০কেজি কার্বোফুরান ৫জি অথবা ডায়াজিনন ১০জি ১৭ কেজি হারে প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- হালকা কুয়াশা ও তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে ব্লাস্ট এবং বাদামি দাগ রোগের আক্রমণ হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ট্রুপার (Trooper) ৬.০ গ্রাম/লি: অথবা নাটিভো ৬.০ গ্রাম/লি: পানিতে মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পর পর ২বার স্প্রে করুন।
- জমির পানির স্তর ৫-৭ সেমি বজায় রাখুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে **নলিমাছি বা গলমাছি** এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। কার্বোফুরান হেক্টর প্রতি ১০ কেজি প্রয়োগ করতে হবে।

সবজি

- বর্তমান আবহাওয়ায়, বেগুনে কান্ড ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রতিকারের জন্য একরে ৪০টি ফেরোমন ফাঁদ বসানোর পরামর্শ দেয়া হলো।
- বিদ্যমান আবহাওয়া পরিস্থিতে যে সমস্ত টমেটো ও বেগুন ক্ষেত ফল ধরা পর্যায়ে আছে সে সমস্ত ক্ষেতে ব্লাইট রোগের আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। রোগ নিয়ন্ত্রনের জন্য এন্টিব্যাক ১০ এসপি (স্ট্রেপ্টোমাইসিন সালফেট ৯%+ টেট্রাসাইক্লিন হাইড্রোক্লোরাইড ১%) @০.৫ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।
- যেসব ফসল ফুল ও ফলধরা পর্যায়ে আছে সেসব ফসলে পর্যাপ্ত সেচ নিশ্চিত করুন যাতে ফসলে রসের ঘাটতি না হয়।
- তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে, সবজি ফসলে শোষক পোকার আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। এই পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ম্যালাথিয়ন ৫৭ইসি/ডাইমেথয়েট ৪০ ইসি @ ১.০ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে সপ্তাহে একবার স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- এ সময় নারিকেলে কালো মাথার শুঁয়োপোকার উপদ্রব হতে পারে। কালো মাথার শুঁয়োপোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি অথবা ম্যালাথিয়ন ৫০ ইসি @ ২.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে পাতার উভয় পার্শে স্প্রে করুন।
- কলার জমিতে আর্দ্রতা সংরক্ষণের জন্য নারিকেলের ছোবড়ার কম্পোস্ট প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- বিরাজমান আবহাওয়া লেবু জাতীয় ফসলে ক্যাংকার রোগের জন্য অনুকূল। এই রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য, স্ট্রেপ্টোমাইসিন সালফেট ৫০০-১০০০ পিপিএম বা ফাইটোমাইসিন ২৫০০ পিপিএম বা কপার অক্সিক্লোরাইড ০.২% ১৫ দিন অন্তর স্প্রে করা যেতে পারে।
- আমের গুটি ঝরে পড়া রোধে গ্রোথ রেগুলেটর যেমন, প্লানোফিক্স/লিটোস/ক্যালবোর প্রতি লিটার পানিতে ২.০ মিলি হারে মিশিয়ে স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে আমে ফুল আসতে দেরি হলে ফুল আসা তরান্বিত করার জন্য পটাসিয়াম নাইট্রেট ১০ গ্রাম এবং ইউরিয়া ৫ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- ছাগল ও ভেড়াকে পিপিআর রোগের টিকা না দেওয়া থাকলে টিকা প্রদান করুন।
- মশা মাছি কমানোর জন্য ন্যাপথালিন কিংবা তারপিন তেল ব্যবহার করা যায়।
- মশার প্রকোপ থেকে গবাদি পশুকে রক্ষা করুন। মশারি অথবা মাটির পাত্রে সাবধানতার সাথে কয়েল ব্যবহার করুন।
- চর্মরোগ দেখা দিলে দ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা নিন।
- গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- গবাদি পশুকে পর্যাপ্ত পানি পান করান।

হাঁসমুরগী

- হাঁসের জন্য ডাকপ্লেগ রোগের টিকা প্রদানের ব্যবস্থা করুন।
- মুরগীর রানীক্ষেত ও কলেরা রোগের টিকা প্রদান করুন।
- রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত হাঁসমুরগী সরিয়ে ফেলুন।
- পরিষ্কার পানি কিংবা অধিকতর গরমে গ্লুকোজ স্যালাইন ব্যবহার করুন।
- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।

মৎস্য

- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট স্থানে পরিমাণমত ভালো মানের খাবার প্রয়োগ করুন।
- বড় আকারের পোনা মজুদ করলে বেশি ফলন পাওয়া জায়।

- পরিকল্পনা অনুযায়ী সঠিক সংখ্যা ও আকারের মাছের পোনা মজুদ করুন।
- প্রয়োজন হলে প্রতি শতাংশে- ৪০-৫০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- প্রতি শতাংশে- ইউরিয়া (১৫০-২০০ গ্রাম) , টিএসপি (৭৫-১০০ গ্রাম) প্রয়োগ করুন।
- চুন প্রয়োগের ৩/৪ দিন পর সার প্রয়োগ করুন।
- পুকুরের প্রস্তুতির জন্য শতাংশে ১ কিলোগ্রাম চুন প্রয়োগ করুন।
- পুকুরের গভীরতা ১-১.৫ মিটার বজায় রাখুন।

ময়মনসিংহ অঞ্চল (জেলাসমূহ: ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, জামালপুর, নেত্রকোনা এবং শেরপুর)

পাট

- **পর্যায়:** অংকুরোদগম থেকে চারা গজানো
- বীজ বপন অব্যাহত রাখুন।
- মাটিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে আর্দ্রতা থাকলে বীজ বপন শুরু করুন।

ধান বোরো

- **পর্যায়:** দানা জমাট বাঁধা
- প্রতি ২ সারি পর পর গাছগুলো নাড়াতে হবে যাতে সূর্যের আলো সারির মধ্যে সঠিকভাবে যেতে পারে।
- কীটনাশক স্প্রে করার আগে জমি থেকে পানি বের করে দিন।
- গাছের বৃদ্ধির এই পর্যায়ে ও চলমান আবহাওয়ায় বোরো ধানে গান্ধী পোকা এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। গান্ধী পোকার আক্রমণ থেকে ধানক্ষেত রক্ষার জন্য কারবারিল (৮৫ পাউডার) ২.০গ্রাম/লি: অথবা ক্লোরপাইরিফস (২০ইসি) ২.০মিলি. /লি: পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন। অতিরিক্ত সেচ প্রয়োগ থেকে বিরত থাকতে হবে যেন ধানের গাছের গোড়া পচে না যায়।
- বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ দেখা গেলে কীটনাশক আইসোপ্রোকার্ব ২.৫ গ্রাম অথবা ইমিডাক্লোপ্রিড ২.০ মিলি/লি: পানিতে মিশিয়ে মেঘমুক্ত আবহাওয়া এবং বৃষ্টির পূর্বাভাস না থাকলে স্প্রে করুন।
- এ সময়ে ধান ক্ষেতে পাতা মোড়ানো পোকার আক্রমন দেখা দিতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে ম্যালাথিয়ন অথবা ক্লোরপাইরিফস প্রতি লি: পানিতে ২.০ গ্রাম মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- জমির পানির স্তর ২-৫ সেমি বজায় রাখুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে **লক্ষীর গু** এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। অনুকূল আবহাওয়া তাপমাত্রা ২২-২৭± সে.

সবজি

- বর্তমান আবহাওয়ায়, বেগুনে কান্ড ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রতিকারের জন্য একরে ৪০টি ফেরোমন ফাঁদ বসানোর পরামর্শ দেয়া হলো।
- বিদ্যমান আবহাওয়া পরিস্থিতে যে সমস্ত টমেটো ও বেগুন ক্ষেত ফল ধরা পর্যায়ে আছে সে সমস্ত ক্ষেতে ব্লাইট রোগের আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। রোগ নিয়ন্ত্রনের জন্য এন্টিব্যাক ১০ এসপি (স্ট্রেপ্টোমাইসিন সালফেট ৯%+ টেট্রাসাইক্লিন হাইড্রোক্লোরাইড ১%) @০.৫ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।
- যেসব ফসল ফুল ও ফলধরা পর্যায়ে আছে সেসব ফসলে পর্যাপ্ত সেচ নিশ্চিত করুন যাতে ফসলে রসের ঘাটতি না হয়।
- তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে, সবজি ফসলে শোষক পোকার আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। এই পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ম্যালাথিয়ন ৫৭ইসি/ডাইমেথয়েট ৪০ ইসি @ ১.০ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে সপ্তাহে একবার স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- এ সময় নারিকেলে কালো মাথার শুঁয়োপোকার উপদ্রব হতে পারে। কালো মাথার শুঁয়োপোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি অথবা ম্যালাথিয়ন ৫০ ইসি @ ২.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে পাতার উভয় পার্শে স্প্রে করুন।
- কলার জমিতে আর্দ্রতা সংরক্ষণের জন্য নারিকেলের ছোবড়ার কম্পোস্ট প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- বিরাজমান আবহাওয়া লেবু জাতীয় ফসলে ক্যাংকার রোগের জন্য অনুকূল। এই রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য, স্ট্রেপ্টোমাইসিন সালফেট ৫০০-১০০০ পিপিএম বা ফাইটোমাইসিন ২৫০০ পিপিএম বা কপার অক্সিক্লোরাইড ০.২% ১৫ দিন অন্তর স্প্রে করা যেতে পারে।
- আমের গুটি ঝরে পড়া রোধে গ্রোথ রেগুলেটর যেমন, প্লানোফিক্স/লিটোস/ক্যালবোর প্রতি লিটার পানিতে ২.০ মিলি হারে মিশিয়ে স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে আমে ফুল আসতে দেরি হলে ফুল আসা তরান্বিত করার জন্য পটাসিয়াম নাইট্রেট ১০ গ্রাম এবং ইউরিয়া ৫ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- ছাগল ও ভেড়াকে পিপিআর রোগের টিকা না দেওয়া থাকলে টিকা প্রদান করুন।
- মশা মাছি কমানোর জন্য ন্যাপথালিন কিংবা তারপিন তেল ব্যবহার করা যায়।
- মশার প্রকোপ থেকে গবাদি পশুকে রক্ষা করুন। মশারি অথবা মাটির পাত্রে সাবধানতার সাথে কয়েল ব্যবহার করুন।
- চর্মরোগ দেখা দিলে দ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা নিন।
- গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- গবাদি পশুকে পর্যাপ্ত পানি পান করান।

হাঁসমুরগী

- হাঁসের জন্য ডাকপ্লেগ রোগের টিকা প্রদানের ব্যবস্থা করুন।
- মুরগীর রানীক্ষেত ও কলেরা রোগের টিকা প্রদান করুন।
- রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত হাঁসমুরগী সরিয়ে ফেলুন।
- পরিষ্কার পানি কিংবা অধিকতর গরমে গ্লুকোজ স্যালাইন ব্যবহার করুন।
- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।

মৎস্য

- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট স্থানে পরিমাণমত ভালো মানের খাবার প্রয়োগ করুন।
- বড় আকারের পোনা মজুদ করলে বেশি ফলন পাওয়া জায়।
- পরিকল্পনা অনুযায়ী সঠিক সংখ্যা ও আকারের মাছের পোনা মজুদ করুন।
- প্রয়োজন হলে প্রতি শতাংশে- ৪০-৫০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- প্রতি শতাংশে- ইউরিয়া (১৫০-২০০ গ্রাম) , টিএসপি (৭৫-১০০ গ্রাম) প্রয়োগ করুন।
- চুন প্রয়োগের ৩/৪ দিন পর সার প্রয়োগ করুন।
- পুকুরের প্রস্তুতির জন্য শতাংশে ১ কিলোগ্রাম চুন প্রয়োগ করুন।
- পুকুরের গভীরতা ১-১.৫ মিটার বজায় রাখুন।